শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১২ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে একদিনে করোনা আক্রান্ত সাড়ে ৩ লক্ষ, মৃত্যু ২,৭০০-র বেশি

পিএম কেয়ার্স ফান্ডের সাহায্যে প্রতিটি জেলায় বসানো হবে অক্সিজেনের প্ল্যান্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় এবার বড়সড় উদ্যোগ নিল মোদী সরকার। দেশ জুড়ে অক্সিজেনের সংকটের মাঝে প্রতিটি জেলায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর কথা বললেন নরেন্দ্র মোদী। দেশে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার টুইটারে এই ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, 'পর্যাপ্ত অক্সিজেন নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলায় অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে দেশের হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের জোগান বাড়বে এবং দেশের মানুষ উপকৃত হবেন'।

দেশজুড়ে প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসার জন্য চাহিদা মত অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সংকট থেকে রেহাই পেতেই দেশের প্রতি জেলায় অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার কথা ঘোষণা করলেন মোদী। রবিবার তিনি জানান, পিএম কেয়ার্স ফান্ডের টাকা থেকে জেলায় জেলায় অক্সিজেন কারখানা গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "বিভিন্ন জেলার সরকারি হাসপাতাল গুলিতে হঠাৎ করে যাতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত না হয় এবং কোভিডে আক্রান্ত ও অন্যান্য রোগীর সহায়তার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটিকে দীর্ঘায়িত করা হবে'।

ইতিমধ্যে দেশের ৫৫১টি সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ৭০০-র বেশি অক্সিজেন উৎপাদক সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাকি সব জেলায় অক্সিজেন তৈরির জন্য দ্রুত অনুমোদন দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ওই বিবৃতি বলছে, 'এর আগে পিএম কেয়ার্স ফান্ডের ২০১.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে দেশ জুড়ে চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ১৬২টি অক্সিজেন উৎপাদক কেন্দ্র গড়ে তুলতে। এ বার প্রতিটি জেলায় অক্সিজেন কারখানা তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে'।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রবিবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৯১, যা এ যাবৎ সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬০ হাজার ১৭২। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৭৬৭ জনের, যা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। এখনও পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১১ জন মারা গিয়েছেন। রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বহু রাজ্যে বর্তমানে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রীষ্মের তাপদাহ থেকে রেহাই পেতে জলখেলা। রবিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। বিদ্যুতের ছোবলে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত এক রং মিস্ত্রি শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম বিশুরাই দেববর্মা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাটের রঙ্গিয়া টিলা শিবিরে রবিবার সাত সকালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় চাকমাঘাটের বাসিন্দা রামচরণ দেববর্মার ছেলে বিশুরাই দেববর্মা(২০) রবিবার সকালে রঙ্গিয়া টিলা শিবিরে তপন ডাক্তারের বাড়িতে যায় দালান ঘরে রং করার জন্য। সে যথারীতি রং করার কাজ ও করছিল। কিন্তু সেই ঘরের উপরে ছিল বিদ্যুৎ পরিবাহি তার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদর কার্যালয়ে করোনা রোগিদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ঘর বরাদ্দ রাখার নির্দেশ কংগ্রেস সভানেত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় এবার কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী রাজধানী দিল্লিতে দলের সদর কার্যালয় একটি নিয়ন্ত্রিত ঘর আলাদা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ওই ঘরটি বরাদ্দ করা হয়েছে করোনা আক্রান্ত মানুষদের সুস্থ করার লক্ষ্যে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও যৌথভাবে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার বার্তা দলের সভানেত্রী দিয়েছেন। কংগ্রেস দলের মহাসচিব কে সি বেনুগোপাল রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ মতো করোনা মহামারী এই সংকটময় মুহূর্তে করোনা আক্রান্তদের ব্যবস্থা রাখার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত ঘরের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, ওই ঘরে কংগ্রেস কমিটি সদস্যরা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় থাকা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। একইসঙ্গে দলের সদর কার্যালয়ের কর্মী এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ওই নিয়ন্ত্রিত ঘরে নিজেদের কাজের বিষয়ে প্রতিদিন রিপোর্ট তৈরি করবেন, যা প্রতিদিন দলের প্রবীণ নেতাদের সেই রিপোর্ট পেশ করবেন। এই পুরো কাজের জন্য একটি সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

পাচারকালে নেশা সামগ্রী সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। পাচারকালে গাঁজাসহ পুলিশের জালে ধরা পরল দুই যুবক। ধৃতরা হলো কোভিদ হোসেন এবং ফজল হক। ঘটনা শনিবার ভোররাতে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম বাজার সংলগ্ন একটি গলির মুখে। গোপন খবরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তরুণ সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তীর জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের তরুণ প্রতীভাবান সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ঊনচল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সংবাদ জগতের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সহ বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রত্যেকেই তন্ময় চক্রবর্তীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ।

জানা গিয়েছে, গত কিছুদিন যাবৎ তিনি লিভার সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। তারমধ্যেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। তাঁকে আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছিলেন সংবাদ জগত সহ তার শুভাকাঙ্খিরা। কিন্তু, শেষ রক্ষা হল না রবিবার সন্ধ্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় করোনা বিধি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে আগরতলায় বটতলা মহাশ্মশানে।

এদিকে, তাঁর মৃত্যুতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের তরুণ সাংবাদিক তথা দিনরাত চ্যানেল এর নিউজ এডিটর তন্ময় চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভারজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে তিনি দুরারোগ্য এই ব্যাধি নিয়ে আই এল এস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি আজ রাত ৮ টা ২০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজ্যের সংবাদ জগতে তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে নৈতিকতার নিদর্শন রেখে গেছেন প্রয়াত সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তী। এই সাংবাদিকের অকাল প্রয়াণে এফডিপিএমসি গভীরভাবে শোকাহত এবং তার পরিবারের ও প্রিয়জনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

এদিকে, রাজ্যের প্রতিভাবান সাংবাদিক ও চ্যানেল দিনরাত-র কর্মকর্তা তন্ময় চক্রবর্তী আজ রাত ৮.২০ মিনিটে স্বল্প রোগ ভোগের পর রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। মৃত্যুকালে তিনি বয়স্ক পিতা-মাতা, স্ত্রী, পাঁচ বছরের কন্যা সন্তান সহ প্রচুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়ানে রাজ্যের সাংবাদিকদের ঐক্যমঞ্চ অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইখোড়া থানায় গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল।। গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গত ৫ বছর আগে যতনবাড়ীর চেলামগ পাড়ার বাসিন্দা নাংথুই মগ (২৫) এর সাথে কলসী পাতিছড়া এলাকার বাসিন্দা কান্দি মগ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধহয়। বিয়ের কিছুদিন ঠিক ঠাক চললেও পরবর্তী সময় গৃহবধূর উপর নির্যাতন শুরু করে স্বামী এমনটাই অভিযোগ।

নির্যাতনের সীমা অতিক্রান্ত হবারপর গতকাল বিকেলবেলা নাংথুই মগকে প্রানে মেরে ফেললো স্বামী এমনটাই অভিযোগ। নাংথুই মগ কে শারিরিক নির্যাতনের পর চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলাহাসাপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাংথুই মগকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। গৃহবধূর মৃত্যুর খবরপেয়ে আজ শান্তির বাজার জেলা হাসাপালে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। পরিবারের লোকজনদের পক্ষথেকে স্বামীর বিরুদ্ধে গৃহবধূর হত্যার বিষয়ে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করাহয়। এই মৃত্যু নিয়ে পরিবারের লোকজন সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে নাংথুই মগের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি-বোর্ড ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষা দপ্তর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি-বোর্ড পরীক্ষা পরবর্তী সূচনা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী ২৬ এপ্রিল এবং ৭ মে দ্বাদশ শ্রেণীর মিডজিকের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তাঁর নিজ বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অস্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের সেমিস্টার পরীক্ষাগুলিও স্থগিত রাখা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ১ মে থেকে রাজ্যের ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সের সকল নাগরিককে সম্পর্ণ বিনামূল্যে কোভিড টিকা দেওয়া হবে। এরজন্য ৩২ লক্ষ কোভিড টিকার প্রয়োজন পড়বে। সরকারি কোষাগার থেকে এরজন্য ব্যয় হবে ১৩৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, আজ পরীক্ষা করা হয়েছে ৪,১৭৪ জনকে এরমধ্যে পজেটিভ পাওয়া গেছে ১০০ জনকে। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশের মধ্যে টিকাকরণ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৭০টি টিকা আনা হয়েছে। এরমধ্যে ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৮০টি ডোজ টিকাকরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এখন থেকে সপ্তাহে দু'দিন শনিবার এবং বুধবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট দিবস পালন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক রাখতে প্রধান সচিব শ্রীরাম তরুণীকান্তকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে সরকারি গোদামে ৯৬ দিনের চাল মজত রয়েছে। ৭৭ দিনের আটা, ৪৮ দিনের লবণ, ৮ দিনের কেরোসিন, ১৫ দিনের চিনি, ১৯ দিনের ডাল, ভোজ্য তেল ৮১ দিনের, পেঁয়াজ ১১ দিন, আলু ১৮ দিনের মজত রয়েছে। ডিজেল এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ করতে হলে টাকা দিতে হবে রেল ঠিকাদারকে প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। কাজ করতে হলে ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। নইলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। এমনটাই অভিযোগ রেল ঠিকাদার প্রশান্ত শুক্লবৈদ্যের। বিশালগড়ে কয়েকজন চাঁদাবাজ দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে বিশালগড় থানা দ্বারস্থ হয়েছেন উদয়পুরের জনৈক ঠিকেদার প্রশান্ত শুক্লবৈদ্য। ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে বিশালগড় রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন রেল দপ্তরের সিনিয়র সেক্টর ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর দাস ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরপিএফ এর জওয়ানরা। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিশালগড় পুলিশ আধিকারিক এবং থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান গত ছয় মাস আগে বিশালগড় রেলস্টেশনের দুটি ট্রেক এর মাঝে ছয় ফুট গভীরে একটি ড্রেন নির্মাণের বরাদ্দ হয় দুই মাস বাদে কাজ শুরু করতেই বিশালগড়ের কয়েকজন দুষ্কৃতী ঠিকাদারের কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। এরপর প্রায় চার মাস বন্ধ থাকে ড্রেন নির্মাণের কাজ। গত পরশুদিন পুনরায় শুরু হয় নির্মাণকাজ। অভিযোগ শনিবার রাতে ৬ জনের একদল দুষ্কৃতী ঠিকাদারের সরকারি নিবাসে ঢুকে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। আগামী দুই দিনের মধ্যে টাকা না দিলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। রবিবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই আরপিএফ এবং বিশালগড় পুলিশ আধিকারিক এর মধ্যে দফায় দফায় আলোচনা হয়। এখন দেখার বিষয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশি কি ব্যবস্থা নেয়। দুষ্কৃতীদের নির্মাণ কাজ আপাতত স্থগিত রেখেছে প্রাশান্ত শুক্লবৈদ্য। তবে কবে নাগাদ স্টেশনের নির্মাণকাজ শুরু হয় তা রেল দপ্তরের আধিকারিকরাই জানেন।

কদমতলা থানাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথক তিনটি স্থানে চোরের 'হাত সাফাই অভিযান'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। কদমতলা থানাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথক পৃথক তিনটি স্থানে চোরের সাফাই অভিযান। ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ সহ গাড়ির সা-সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। পৃথক পৃথক তিনটি স্থানে চুরি যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থলে কদমতলা থানার লোক দেখানো সফর। পুলিশি নিরাপত্তা ও রাতে টহলদারি নিয়ে সাধারণ জনগণের প্রশ্ন।

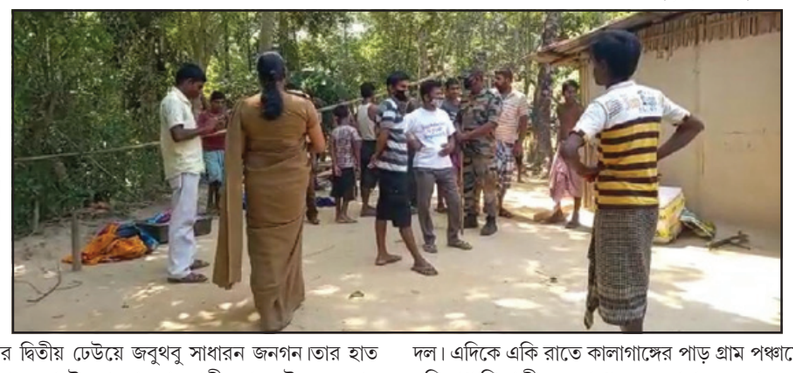

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বর্তমানে গোটা ভারতবর্ষে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে জবুথবু সাধারন জনগন।তার হাত থেকে বাদ যায়নি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাও। তারই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড়, হরিনা ছড়া ও পিয়ারা ছড়ায় চুরি কান্ড সংঘটিত করে চোরের দল। রানীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনা ছড়ার ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কার্তিক তেলেঙ্গার ঘরের জানালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে চোরের দল।ঘর থেকে নগদ ১২ হাজার টাকাসহ একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে যায়। পাশাপাশি দক্ষিণ পিয়ারি ছড়ার দীপক মুন্ডা পিতা মৃত রামপ্রসাদ মুন্ডার মহেন্দ্র বলেরও মাক্সি ট্রাকের দরজা ভেঙ্গে ব্যাটারি সহ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ নিয়ে যায় চোরের দল। এদিকে একি রাতে কালাগাঙ্গের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌড় মনি নাথ পিতা ধীরেন্দ্র নাথের ঘরে হানা দেয় চোরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৯২ ◘ ২৬ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ১২ বৈশাখ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অক্সিজেন বিপর্যয়

করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশ জুড়িয়া অক্সিজেন সংকট চরম আকার ধারন করিয়াছে।এই সঙ্কট মোকাবিলায় সময় মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলের সংকট আরো ঘনীভূত হইয়াছে।এই বিষয়ে শেষপর্যন্ত আদালতকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। পরিস্থিতির চাপে পরিয়া সরকার শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন সরবরাহকে বিপর্যয় মোকাবেলা আইনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই আইনের আওতায় আনার ফলে দেশের যে কোন রাজ্যে অক্সিজেন মজুদ থাকিলে অন্য রাজ্যে দ্রুত অক্সিজেন সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে অক্সিজেনকে কুক্ষিগত করিয়া রাখা যাইবে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত সত্যিই প্রশংসনীয়।কেন রাগ করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের অভাবে বহু করোনা রোগী অকালে মারা গিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতি যুদ্ধকালই বটে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, শ্বাসবায়ু চালু রাখিবার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব দিবার কথা ছিল যাঁহাদের, বহু আবেদন-নিবেদন, নির্দেশ-তিরস্কারের পর শেষ অবধি তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাইল, অক্সিজেন সরবরাহকে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের আওতায় আনা হইতেছে। অর্থাৎ, আন্তঃরাজ্য অক্সিজেন পরিবহণে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া যাইবে না। তাহার পূর্বেই অবশ্য দিল্লি হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়াছিল, প্রয়োজনে আধাসামরিক বাহিনী নামাইয়াও অক্সিজেন সরবরাহ সুনিশ্চিত করিতে হইবে। ভারত এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। দেশ জুড়িয়া অক্সিজেনের অভাব প্রকট। কোথাও অক্সিজেন না পাইয়া মৃত্যু হইতেছে কোভিড রোগীর, কোথাও হাসপাতালের অক্সিজেন ফুরাইয়া আসিবার কারণে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইতেছে রোগীদের। এই সঙ্কটের মধ্যেই নাশিকের এক হাসপাতালে অক্সিজেন লিক হইয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইলেন ২২ জন কোভিড রোগী। আবার, শ্বাসবায়ুর হাহাকারের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গয়ালের অমৃতবাণী অক্সিজেনের বেহিসাবি খরচ চলিবে না। কিছু জায়গায় অক্সিজেনের 'অপচয়' হইতেছে। অতএব, নাগরিক বুঝিলেন, কম করিয়া শ্বাস লইতে হইবে! এই সঙ্কটের প্রধানতম কারণ পরিকল্পনার অভাব। কেন্দ্রের কর্তারা বারে বারেই আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, ভারতে যত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহার তুলনায় চিকিৎসার প্রয়োজনে অক্সিজেনের ব্যবহার অনেক কম ফলে, শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য আশ্বাসের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও অর্ধসত্য ও অবিবেচনার ভয়ঙ্কর মিশেল বর্তমান। প্রথমত, দেশে যত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহার একটি বড় অংশ যায় শিল্পের প্রয়োজন মিটাইতে। এমনকি, এই মহাসঙ্কটের মুহূর্তেও শিল্পক্ষেত্রে অক্সিজেন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা হইতে নয়টি ক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়া হইয়াছে, কারণ অক্সিজেন বন্ধ হইলে সেই শিল্পও স্তব্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চিকিৎসা-প্রয়োজনে অক্সিজেনের চাহিদা, আর কোভিড-এর ঢেউয়ের শীর্ষে সেই চাহিদা যে এক হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার মতো বিবেচনা দেশের শীর্ষ নেতাদের থাকা প্রয়োজন। প্রতি দিন কোভিড রোগীর সংখ্যা বিপুল হারে বাড়িতেছে ফলে অক্সিজেনের চাহিদাও বাড়িতেছে। কর্তারা এই হিসাবটিও কষেন নাই? কষিলে, ২০২০'র এপ্রিল হইতে ২০২১'এর জানুয়ারির মধ্যে অক্সিজেন রফতানি ৭০০ শতাংশের অধিক বাড়িতে দেওয়া হইল কী করিয়া? কোভিড সংক্রমণের পর নূতন অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের যে নির্দেশ মিলিয়াছিল, তাহার টেন্ডার ডাকিতেই সময় কাটিয়া গিয়াছে আট মাস! পাটিগণিতের হিসাব বলিতেছে, দেশে যে পরিমাণ অক্সিজেন মজুত আছে, তাহাতে আর বড় জোর দুই সপ্তাহ চলিতে পারে। সরকার যদি এখনও সর্বশক্তি দিয়া ঝাঁপাইয়া না পড়ে, ভবিষ্যৎ কল্পনার অতীত। এই সময়ে সর্বাগ্রে উচিত ছিল রাজধর্ম পালন। কিন্তু এই জমানায় সেই আশা অলীক। এখনও সমানে বিরোধী রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ উঠিতেছে। যেমন করিয়া হউক অক্সিজেন জোগাড় করিয়া হাসপাতালগুলিতে অবিলম্বে পৌঁছাইতে হইবে, এই কথা বলিতে হাই কোর্টের প্রয়োজন হইতেছে। অর্ধসত্য ও ডাহা মিথ্যার বেসাতি ছাড়িয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিস্থিতিকে তাহার প্রাপ্য গুরুত্ব দিক। বিশ্ব বাজার হইতে যে ভাবেই হউক, অক্সিজেন জোগাড় করিয়া আনুক। একের পর এক হাসপাতালে রোগীরা অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইবেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় নথিভুক্ত হইবে শ্বাস না লইতে পারিবার ভয়ঙ্কর ঘটনাক্রম এই অবস্থা এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা চলে না। চাতুর্য ত্যাগ করিয়া নেতারা এই বার নেতৃত্ব দিন।সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে অক্সিজেনের অভাবে প্রাণহানির ঘটনা ঘটিতো না। বিপর্যয়কর পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে বিপর্যয় আইনের আওতায় আনাই জরুরি।

পাচারের আগে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার ৫০ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার এক

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : বিশেষ সাফল্য শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অন্তর্গত প্রধাননগর থানার। অভিযান চালিয়ে পাচারের আগেই উদ্ধার ৫০ কেজি গাঁজা। পাচারকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ জাহাঙ্গির আলি। বাড়ি কোচবিহারের সাহেবগঞ্জে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালায় শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অন্তর্গত প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরই ধৃত ব্যক্তির ব্যাগ থেকে ওই ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ জাহাঙ্গির আলি। বাড়ি কোচবিহারের সাহেবগঞ্জে। জানা গেছে কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

করোনার মাঝে কোচবিহারে হানা দিল স্ক্রাব টাইফাস

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের মধ্যে কোচবিহারে হানা দিল স্ক্রাব টাইফাস। চলতি বছর করোনার মাঝেই জেলায় তিনজন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছরও বেশ কয়েকজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছিল।গতবার থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার জেলার প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে এই রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা নিচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। ফলে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হলে সহজেই মহকুমা হাসপাতালগুলিতেই রোগ নির্ণয় করা যাবে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রণজিৎ ঘোষ বলেন, এবছর তিনজনের এই রোগ ধরা পড়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বাকি মহকুমা হাসপাতালগুলিতেও করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে সেগুলি বাস্তবায়ন করা হবে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, স্ক্রাব টাইফাসে কেউ আক্রান্ত হলে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, জ্বর ও গায়ে ব্যথা হয়ে থাকে। শরীর লাল দাগে ভরে যায়। এদিকে করোনা হলেও জ্বর হয়। সেইসঙ্গে সেক্ষেত্রেও মাথাব্যথা ও গায়ে ব্যথা হয়। আবার ডেঙ্গির সঙ্গেও স্ক্রাব টাইফাসের উপসর্গের মিল রয়েছে। তাই কারও এসব উপসর্গ দেখা দিলে তিনি আদৌ স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা পরীক্ষা না করে বোঝা সম্ভব নয়।তবে স্বস্তির বিষয়, স্ক্রাব টাইফাস কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। এর চিকিৎসা রয়েছে।

কেন্দ্র—রাজ্য স্বাস্থ্যচিন্তা

সুমন্ত রায়

প্রতিবারের মতো এবারও নির্বাচনের মুখে এসে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও সারা বছর ধরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিষয়ে মৌন থাকা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অভ্যাস, তবুও পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনে মুখ্য বিষয়গুলির অন্যতম; স্বাস্থ্য পরিষেবা-কেন্দ্রিক বিতর্ক। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের এক বছর আগে কেন্দ্র সরকার 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' তথ্য আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নামে একটি স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণা করে। ২০১১ সালের জাতিভিত্তিক জনগণনার উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পটি চৈরিক করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় কোনও পরিবার বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের চিকিৎসা করাতে পারে। যদিও এর আওতায় আসা এতটাই শর্তসাপেক্ষ যে, ভারতের অধিকাংশ মানুষই প্রকল্পটির সুবিধা পায় না। যে -সকল পরিবারের কাছে যন্ত্রচালিত যানবাহন আছে, পরিবারের কারও সরকারি চাকরি আছে, যাদের মাসিক আয়া দশ হাজার টাকার উপরে, বা যে সন্ত অ-কৃষি ক্ষেত্রের উদ্যোগ সরকারি খাতায় নথিভুক্ত আছে---এরকম কেউই এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে না। স্বাভাবিকভাবেই এসব শর্ত ভারতের অধিকাংশ মানু, কেই এই প্রকল্পের বাইরে রেখেছে।

অন্যদিকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার 'স্বাস্থ্যাথী' প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিল। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটিও অনেক শর্তসাপেক্ষ ছিল। কিন্তু এ বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেসব শর্ত সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক রাজ্যবাসীকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসেছেন। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া এই প্রকল্পের টাকা গিয়ে পৌঁছবে (পরিবার পিছু বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা) সরাসরি উপভোক্তার কাছে। বোঝাই যায়, প্রকল্পটির এই রূপান্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফসল।।;

টাকার পরিমাণে এক হলেও 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সঙ্গে 'স্বাস্থ্যসাথী'-র প্রধান তফাত কত মানুষ কোন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসেছে সেখানে সারা ভারতের অর্ধেকেরও কম (৫০ কোটি) মানুষ 'আয়ুষ্মান ভারত'---এর সুবিধা পায়।

'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পে সমস্ত খরচ একা রাজ্য সরকার বহন করে, অন্যদিকে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ কেন্দ্র দিলেও ৪০ শতাংশ খরচ বহন করতে হয় রাজ্য সরকারকে। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে পরিবারের প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা করে আনুমানিক ৩০ টাকা মূল্যের একটি করে কার্ড দেওয়া হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে একটি কার্ডেই পরিবারের প্রত্যেকের কাজ হয়ে যায় এবং এখানে কার্ডটি দেওয়া হয় পরিবারের প্রধান মহিলা সদস্যার নামে---যা মহিলাদের সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে একটি কাম্য পদক্ষেপ। 'স্বাস্থ্যসাথী'-র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভেলোর বা তামিলনাড়ুর অনেক হাসপাতাল যেখানে বহু বাঙালি পরিবার প্রতি বছর চিকিৎসা করাতে যায়, েই হাসপাতালগুলিও এই প্রকল্পের আওতাধীন।

তবে এসব সত্ত্বেও শেষমেশ বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে সরকার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, ,তার উপর নির্ভর করবে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের সাফল্য। 'এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন চিকিৎসার খরচ অত্যন্ত কম'---এই অজুহাতে ইতিমধ্যে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল বহু রোগীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নদিয়ার একটি সভায় রোগীদের ফিরিয়ে দিলে হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা কমেছে। তবে বেসরকারি হাসপাতালের অতীত উদাহরণগুলির দিকে তাকিয়ে একথা বলা যায় যে এই দিকটিই বিশেষভাবে নির্ধারণ করবে এই প্রকল্পের সসাফল্য বা ব্যর্থতা।

তাছাড়া ভারতে স্বাস্থ্যবিমার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই আশাব্যঞ্জক নয়। যেমন অন্ধ্র প্রদেশের 'রাজীব আরোগ্যশ্রী কমিউনিটি হেল্থ ইনসিওরেন্স সিস্কম'---যা গরিব মানুরে জন্য ভাল গুণমানের চিকিৎসা দেওয়ার চেটা করেছিল তা শে ,পর্যন্ত ব্যর্থ হয় শুধুমাত্র ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলির ভুয়ী বিল দেখানোয় এবং অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে খরচ বাড়ানোয়। বাংলার বেসরকারি হাসপাতালগুলির ইতিহাও এর থেকে খুব বেশি ভাল নয়।

সমস্ত কিছুর পরে তাই প্রশ্ন, যদি সরকার ভড় ধরনের চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থভার বহন করতে পারে তাহলে কেন তারা সরকলের জন্য স্বাস্থ্যব্যস্থার পরিকাঠামো নির্মাণে এই ব্যয়ভার বহন করবে না? যদি তা করা হয়, তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসা---যা মানুষের প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যা 'স্বাস্থ্যসাথী' বা 'আয়ুষ্মান ভারত' ---কোনও প্রকল্পেরই অন্তভুক্ত নয়, সেই ক্ষেত্রে মানুষের খরচ যে নিশ্চিতভাবে বিপুল হ্রাস হবে তা বলা বাহুল্য। করোনা অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ভয়ংকর দুরবস্থা তুলে ধরেছে। এই অবস্থাকে কোনও বিমা দিয়েই উন্নত করা সম্ভব নয়। এটাও সহজেই বোঝা যায় যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ব্যতিরেকে শুধু বিমা-জাতীয় সুরক্ষা আদতে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেই সাহায্য করে।

বেসরকারি কর্পোরেশনগুলির দ্বারা গত কয়েক দশক ধরে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-র মতো বিষয়গুলি জনমানসে দুর্বল হতে থেকেছে। এবং প্রায় প্রতিটি সরকারই বেসরকারি ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ---দু'ভাবে মদত দিয়ে এসেছে। কিন্তু এই কথাটি মাথায় রাখা প্রয়োজন, বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে যখন কোনও রোগী 'স্বাস্থ্যসাথী ' বা 'আয়ুষ্মান ভারত' —যে কোনও প্রকল্পের সুবিধা নেন তখন এদেশের নাগরিক তথা করদাতাদের দেয় অর্থ গিয়ে ডোকে বেসরকারি। হাসপাতালের পরেটে। তাই রাষ্ট্রব্যবথা হোক, বা নাগরিকদের স্বার্থ—সবদিক থেকে প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর নির্মাণই হওয়া উচিত এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থারপ উন্নতির প্রধান সোপান।**(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)**

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে মোকাবিলার কয়েকটি সহজ উপায়

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে।যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন অন্তত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগে বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের উপরের জলে ঘটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছবাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিত্রের ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশ কিছু রাজ্যে নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটির জল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দশ বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জলের লুঠ' ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে। তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে

জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে । এই বিপুল জলের চাহিদা মেটাতে চাষের ক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার মুক্ত বন্যা পদ্ধতি (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করতে প্রতি বিন্দু জল পিছু ফসল ও আয় নীতি ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ ও মসহ্যাভ (মসহ্যাভ উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বল্প ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের এম এস স্বামীনাথর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জলসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল তুলছে শহর মফস্বল, গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দূর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কোকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, বারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলার এখ বছরের দলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোব বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না মানুষ। অথচ হাজার হাজার বছর আগে থেএকই মানুষ বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন । সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো,অবহেলিত হলেও কিছু এখন কার্যকরী। সেকল ব্যবস্থা রি মডেলিং করে প্রয়োদ করার সময় এসে গেছে। রাজস্থানের জোহাদ, খদিন মহারাষ্ট্রে ভাণ্ডারা হিমাচলের কুহল মধ্যপ্রদেশের পাট, কর্ণাটকের কেরে তামিলনাড়ুর ইরি ইত্যাদি সবই সেচের জল ধরে রাখার পুরনো ব্যবস্থা। তার জন্য পাহাড়, মালভূমি ও সমতলের জল প্রবাহকে নানা ধরনের বাঁধ দিয়ে জলআটকে রাখা হয়। মেঘালয়ে বাঁশের নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি ছোট বড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের জল পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি জলশায়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় অকেজো হয়ে থাকে। জলাশয়গুলোর বর্ষার আগে সংস্কার করে নিলে অনেকটা কাজ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের সব রমক জলাশয়ের জল সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কমবেশি চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ হয়। মাটির তলার জলভাণ্ডারে জল থাকলে ওপরের জলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না। বেলেমাটির পুকুরে জলধরে রাখার দন্য এখন পুকুরের ভিতর দিক বাঁধা না, পলিথিনের আস্তরণ দেওয়া, কাদামাটি যোগ করে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। বাড়ির ছাদ বা চালের জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জল গৃহস্থলির কাজের জন্য পলিথিনের ট্যাঙ্ক বা পাকা চৌব্বাচ্চার জমা করা যায়, বাকি জল ভূগর্ভস্থ জলবাণ্ডারে নানা উপায়ে যোগ করা যায়। সরাসরি ব্যবহারের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ করার জল, উভয় ক্ষেত্রেই জল পরিশ্রুতি করা প্রয়োজন। পরিশ্রুতি করলে জল স্বচ্ছ হয় ও জীবাণু মুক্ত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ধর্ম না দেখে উন্নয়নের ধারা

পান্ডবেশ্বরে বাজিমাত করবে বিজেপি

জয়দেব লাহা

পান্ডবেশ্বর(দুর্গাপুর), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : জাত ধর্ম না দেখে উন্নয়নে ধারা অব্যাহত। ডাকলেই সাড়া দিয়েছেন। আপন করে নিয়েছেন ঘরের ছেলের মত। মানুষের ভালোবাসায় আজও লড়াইয়ে এগিয়ে। পরিচয় পেয়েছেন কাছের মানুষ।আর তাতেই বাজিমাত করতে চলছে খনি অঞ্চলের নজরকাড়া পানন্ডবেশ্বর আসনে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী। পদ্ম ফেঁটার আশায় বিজেপি।

জিতেন্দ্র তেওয়ারী। পেশায় আইনজীবি। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। যোগ দেওয়ার পরই তার সাংগঠনিক ভুমিকায় ও দাপটের সঙ্গে রাজনীতিতে একের পর এক সিঁড়ি এগিয়ে চলেছেন। আসানসোল পৌরসভার নির্বাচনে জয়ী হয়ে চেয়ারম্যান হয়েছেন। মেয়র হয়েছেন। গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পান্ডবেশ্বর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জয়ীও হন। এমনকি তৃণমূলে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতিও ছিলেন। কিন্তু গত একবছর ধরে দলের সঙ্গে দুরত্ব বেড়েছিল জিতেন্দ্র তেওয়ারীর। অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে দলে ইসলামিক সংস্কৃতি গ্রাস করছিল। তার জেরে মাস তিনেক আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। যোগ দিয়েই পান্ডবেশ্বর বিধানসভায় পুনরায় বিজেপি তাকে প্রার্থী মনোনিত করে।

অপরদিকে তৃণমূলের ওই আসনে প্রার্থী হয়েছেন এলাকার বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দাপুটে হলেও জোর টক্কর রয়েছে আসনটিতে। একান্ত এক সাক্ষাতকারে জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' ভারতীয় সংস্কৃতিকে মজবুত রাখতেই বিজেপিতে যোগ দেওয়া। তাছাড়া তৃণমূলে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাচ্ছিল না। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভাবে বহু যোজনা আটকে ছিল। সাধারন মানুষ বঞ্চিত হয়েছে আয়ুষ্মান প্রকল্প থেকে।' পাঁচ বছর বিধায়ক থেকে এলাকায় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন তিনি। জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' ৮ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তায় এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। ২০ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তার সংস্কার ও নতুন নির্মান করা হয়েছে। ৬ কোটি টাকা ব্যায়ে কমিউনিটি হল।' এছাড়াও তিনি আরও বলেন,' ধর্ম দেখে উন্নয়ন করিনি। নিজের ধর্ম রক্ষা করেছি যেমন। তেমনই অন্য ধর্মকে বঞ্চনা করিনি। পান্ডবেশ্বরে সূর্য মন্দির, রামসীতা মন্দির নির্মান। ১২ টি মন্দির নির্মান করেছি। তিলাবনি গ্রামে দুর্গামন্দির নির্মানে যেমন অনুদান দিয়েছি। আবার মসজিদ তৈরীতেও দিয়েছি অনুদান।' এছাড়াও করোনা আবহে ৬০ হাজার পরিবারকে খাদ্যশস্য বিতরন। অসহায় বাবা-মায়ের মেয়ের বিয়েতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরন করেছি।'

প্রশ্ন তৃণমূল ছাড়ার কারন কি? তিনি সোজাসপাট বলেন,' জেহাদী সংস্কৃতির সঙ্গে আপোশ করিনি। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিলে জেলে যদি যেতে হয়, সে দল ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য সুখকর নয়।ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশের সুরক্ষা সমাজের উন্নয়ন আমার অগ্রধিকার।' আর এই উন্নয়নই জিতেন্দ্র তেওয়ারীকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে পান্ডবেশ্বরবাসী।

উল্লেখ্য, গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে পান্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে। ওইসময় বিজেপি পেয়েছিল ৭০২৯৬ ভোট। তৃণমূল পেয়েছিল ৬৪২৭৫ ভোট, এবং সিপিএম পেয়েছিল ১১৫৮৩ ভোট। এবারও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারনা। তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,' পান্ডবেশ্বরের মানুষ ভুমিপুত্রকে চায়। বিজেপিকে জবাব ইভিএমে মানুষ দিয়ে দেবে।'

অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' খেলা হবে বাংলাদেশের শ্লোগান। সেটাও ধার করছে তৃণমূল। খেলা হবে না। উন্নয়ন হবে। খনি অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করব। পুনরবাসন প্রকল্প দ্রুত শেঢ করতে হবে। জেহাদি সংস্কৃতিকে আটকাতে হবে। কেবল মাত্র একটা সম্প্রদায়কে তোষন মেনে নিতে পারিনি। দেশের মাটিতে পাকিস্তানের জয়ধ্বনি মেনে নেব না। দু মাস ধরে প্রচারে যেভাবে মানুষের সাড়া পেয়েছি। যেভাবে নিজের ছেলের মতো আপন করে রেখেছে পান্ডবেশ্বরের মানুষ। তাতে স্পষ্ট করে মানুষ কি চায়। ২ মে শুধু ফল ঘোষনার অপেক্ষা। সারা রাজ্যের সঙ্গে পান্ডবেশ্বরও গেরুয়া ঝড় উঠবে।'

২০১৯ লোকসভার নিরিখে পান্ডবেশ্বর বিধানসভায় ফলাফল-
বিজেপি - ৭০২৯৬ ভোট।
তৃণমূল- ৬৪২৭৫ ভোট।
সিপিএম- ১১৫৮৩ ভোট।
২০২১ পান্ডবেশ্বরে প্রার্থী তালিকা-
বিজেপি- জিতেন্দ্র তেওয়ারী।
তৃণমূল - নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
সংযুক্ত মোর্চা- সুভাষ বাউরী।

করোনার বাড় বাড়ন্তর মাঝেও মাস্ক ছাড়া চলছে বিক্রি বাট্টা

কলকাতা,২৫ এপ্রিল (হি স): গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও বিরাজমান করোনা। এই পরিস্থিতিতে বারবার সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরার আবেদন জানাচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। কিন্তু তবুও ফেরেনি হুঁশ। রবিবার করোনার বাড় বাড়ন্তর মাঝেও মাস্ক ছাড়া চলছে কোলে মার্কেটে বিক্রি বাট্টা। যত সময় বাড়ছে ততোই শক্তিশালী হয়ে উঠছে করোনা। রাজ্য জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বারবার বলছেন মাস্ক ব্যবহার করতে। কিন্তু তবুও ফেরেনি হুঁশ। করোনা আবহে মাস্ক ছাড়াই শহরের বাজারে চলছে বিক্রি বাট্টা। সামাজিক দূরত্ব না মেনেই দরাদরি করে কোলে মার্কেটে চলছে রবিবারের বাজার।

আরও এক সপ্তাহ লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল দিল্লিতে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। বাড়ছে হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। এমতাবস্থায় দিল্লিতে লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার তিনি জানান, রাজধানীতে আগামী ৩ মে সোমবার পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে।

দিল্লির স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, করোনার সংক্রমণের উর্ধ্বমুখী গ্রাফ চিন্তায় রেখেছে কেজরিওয়াল সরকারকে। হাসপাতালগুলির অবস্থা, বাড়ন্ত অক্সিজেন নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই অবস্থায় লকডাউন তুলে নিলে সংক্রমণের হার স্বাভাবিকভাবেই আরও বাড়ত। তেমনটা হলে রাজধানীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করেন বিশেষজ্ঞরা। তাই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় দিল্লি সরকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্তই শ্রেয় বলে মনে করেছেন তাঁরা। করোনা পরিস্থিতি হাতের নাগালে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দিল্লিতে এক সপ্তাহের লকডাউন জারির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে দিল্লির হাসপাতালগুলির হাল তাতে ফেরেনি। রাজধানীজুড়ে অক্সিজেনের আকাল চলছে। নিত্যদিন অক্সিজেনের চাপ কমে গিয়ে করোনা পজিটিভ রোগীদের প্রাণ যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ২৫ জন রোগীর মৃত্যুর পিছনে অক্সিজেনের ঘাটতিই প্রধান কারণ বলে অভিযোগ। এদিকে শনিবারই দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে দিল্লির পাশে থাকার কাতর আর্জি জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর আবেদন, 'প্রয়োজনাতিরিক্ত অক্সিজেন মজুত থাকলে তা দিল্লিকে দেওয়ার জন্য সব মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।' উল্লেখ্য, দিল্লিতে গতকাল নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ৩৫৭ জনের। রাজধানীতে সংক্রমণের হার দাঁড়িয়ে ৩২.২৭ শতাংশে।

বিজেপি প্রার্থীর ভুয়ো পদত্যাগ পত্র দিয়ে বৈদ্যুতিক চ্যানেলে পোস্ট ! নির্বাচন কমিশনের দারস্ত দীপ্তাংশু চৌধুরী

দুর্গাপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ভুয়ো পদত্যাগ পত্র দিয়ে বৈদ্যুতিক চ্যানেলের খবর পরিবেশনের আকারে সোশ্যাল সাইটে পোস্ট। ওই ছবি ভাইরাল হতেই নির্বাচন কমিশনের দারস্ত দুর্গাপুর পুর্বের প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরী। ঘটনায় অপপ্রচারের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের দিকে।

ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর নামে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ে। একটি বৈদ্যুতিক চ্যানেলের লোগ তাতে ব্যাবহার করা হয়। ওই খবরে দেখানো হচ্ছে, কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী তার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেছেন। এমনকি দল থেকেও পদত্যাগ করেছেন। আর এই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দীপ্তাংশু চৌধুরী। এদিন রাত্রেই পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের দারস্ত হয়। তিনি বলেন,' যে বৈদ্যুতিক চ্যানেলের লোগো ব্যাবহার করা হয়েছে, তাদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যে পদত্যাগ পত্রটি দেখানো হয়েছে, তাতে আমার সই জাল করা হয়েছে। ওই ধরনের সই আমার নয়। গোটা বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি।'

প্রসঙ্গত, দুদিন আগে দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এসেছিলেন। ঠিক তারপরই এধরনের পোষ্টে স্বাভাবিকভাবে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিন তিনি বলেন,' তৃণমূল মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েছে। এতদিন ভাওতাবাজি করে সরকার চালিয়েছে। মানুষ তাদের ভাওতা ধরে ফেলেছে। এবং এবারে নির্বাচনকে নিজের মত করে নিয়েছে। তৃণমূলকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে আগের দফাগুলোতে। তাই বিভ্রান্ত ছড়াতে তাদের পরামর্শদাতা পিকেটিমের এধরনের কাজ বলে মনে করছি।' প্রশ্ন, দীপ্তাংশুকে কেন শফট টার্গেট? জানা গেছে, দুর্গাপুর পুর্বে কিছুটা অংশ কাঁকসার জঙ্গলমহল। আবার শহরে বেশ কিছুটা বস্তি এলাকা রয়েছে। গত কয়েকদিন প্রচারে ওই সব এলাকায় ভালো প্রভাব ফেলেছেন দীপ্তাংশু চৌধুরী। এবং জয়ের আশা দেখছেন। এদিন তিনি বলেন,' হেরে যাওয়ার ভয়। তাছাড়াও গত দুমাসে জোরদার প্রচারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তাই তৃণমূল গনতান্ত্রিক উপায় ছেড়ে বিজেপির নামে মিথ্যাচার, অপপ্রচার করে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়ছে। কিন্তু বাংলাবাসীর মনে পুরসভাও পঞ্চায়েত ভোটে যে ভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চনা হয়েছিল। তার বদলা গনতান্ত্রিক উপায়ে নেবে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সপ্তম দফায় ভোটের আগে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গাজোলে

গাজোল, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার সুনামীর মধ্যে সোমবার সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ হবে মালদা জেলার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে।তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে সমগ্র বিধানসভা এলাকা। ভোটের জন্য গাজোলে এসে পৌঁছেছে ২৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে। এছাড়াও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করে উত্তেজনা প্রবণ এলাকাগুলির "এরিয়া ডমিনেশন" এর কাজ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। ভোট পর্ব যাতে শান্তিতে সমাপ্ত হয় তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থায়র সঙ্গে করোনা বিঁধি মেনে চলারও ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

রাত পোহালেই সপ্তম দফার ভোট। তবে সম্ভবত এবার আর উৎসবের মেজাজে নয়, করোনা আবহে কিছুটা ভয় নিয়েই ভোট দিতে যাবেন ভোটাররা। তার জন্য প্রতিটি বুথে যেমন করোনা বিঁধি চলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মেনে চলতে হবে কঠিন স্বাস্থ্যবিধি। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশের আগেই আশা কর্মীরা প্রত্যেক ভোটদাতার শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করবেন। পাশাপাশি এবার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য গাজোলে মোতায়েন করা হয়েছে ২৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে। এছাড়াও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করে উত্তেজনা প্রবণ এলাকাগুলির "এরিয়া ডমিনেশন" এর কাজ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা।পাশাপাশি থাকছে কুইক রেসপন্স টিম এবং ফ্লাইং স্কোয়াড। প্রত্যেকটি ভোটার যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তার জন্য প্রচার চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, এবার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ২,৬৬,৮৮৭ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১,৩৪,৫৬৪। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,৩২,৩১৮ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৫ জন। মেইন বুথ ২৪৮, অক্সিলারি বুথ ১৩৪টি। সব মিলিয়ে বুথের সংখ্যা ৩৮২। স্পর্শ কাতর বুথ রয়েছে ৫৩টি। গোটা বিধানসভা কেন্দ্রকে ভাগ করা হয়েছে ২৪টি সেক্টরে।

দুর্গাপুরে বস্তি উন্নয়নের গৃহ নির্মাণ বিঁশ বাঁও জলে, সরগরম শিল্পশহর

দুর্গাপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : স্মার্ট সিটির দৌঁড়ে ব্যাস্ত। অথচ শহরের বস্তিবাসীর গৃহ নির্মাণ বিশ বাঁও জলে। অসমাপ্ত সরকারি প্রকল্পের গৃহ নির্মাণ। আর তাতে দিবারাত্রি বসছে মদ জুয়ার আসর। প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার বস্তি উন্নয়নের সদিচ্ছার ওপর। ক্ষোভের পাশাপাশি নির্বাচনের আগে সরগরম শিল্পশহরের রাজনীতি। চরম বঞ্চনায় শিকার বস্তিতেও ফুটছে পদ্ম।

দুর্গাপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবীনপল্লী এলাকায়। বছর দশেক সার্ভে হয়। সেই মত বস্তি উন্নয়নে সরকারি প্রকল্পে গৃহ নির্মান। সার্ভে অনুযায়ী ৪০৮ টি পরিবারের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কয়েক একর জমির ওপর দ্বীতল টাওয়ারে শুরু গৃহ নির্মাণ। বিল্ডিং তৈরী হয়। কিন্তু শেষ মুহুর্তের দরজা, জানলা, বিদ্যুৎ সংযোগ কাজ এক প্রকার বন্ধ। আর তার জেরে থমকে ওই এলাকার বস্তিবাসীদের গৃহ হস্তান্তর। সরকারি প্রকল্পে তৈরী হওয়া বহুতল আবাসনগুলি দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী''কে হস্তান্তর না করায় বাড়ছে ক্ষোভ। অভিযোগ, তৈরী হয়ে পড়ে থাকা নতুন আবাসনে দিনরাত চলছে সমাজ বিরোধীদের আড্ডা। বসছে মদ-গাঁজা সহ জুয়ার ঠেক। পাশাপাশি আবাসন গুলির ভেতরে ও ছাদে তৈরী হয়েছে বহিরাগতদের মলমূত্রত্যাগের নতুন ঠিকানা। বাড়ছে দখলদারিও বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন''কে তাঁদের আবাসন গুলি হস্তান্তর করতে হবে।

প্রসঙ্গত, নবীনপল্লী এলাকায় সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিনের পুরোনা বসতি রয়েছে। ওই এলাকায় প্রায় এক হাজার মানুষের বসবাস। সকলেই দিনমজুর। প্রত্যেকের বাড়িঘর মাটির ও দরমার তৈরী। দুর্গাপুর পুরসভার পক্ষ থেকে ওই এলাকার হত দরিদ্র পরিবার গুলি''কে সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতাধীনে নিয়ে আসা হয়।

এলাকাবাসীরা বলেন, ' ওই নতুন এলাকায় কংক্রিটের রাস্তাও হয়ে গিয়েছে। আবাসন গুলিরও কাজ প্রায় শেষের মুখে। এর মধ্যে তৈরী হয়ে ওঠা আবাসন গুলি কয়েক বছর খালি পড়ে থাকায় আবাসন গুলির কংক্রিট ভেঙে পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এছাড়াও তার ভেতর অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে রমরমিয়ে। আমরা বর্তমানে যে বাড়িঘরে বসবাস করি সেগুলিরও বেহাল দশা। বর্ষায় বাড়ির চাল থেকে বৃষ্টি জল বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। নতুন আবাসন পাশেই তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে।

আমরা আশা করে আছি এই হয়তো আমাদের হস্তান্তর করবে প্রশাসন। কিন্তু কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও কোনও উদ্যোগ দেখছি না। অনেকের বাড়িঘর একদম ভেঙে পড়েছে।'

বাসিন্দাদের দাবি, ' যে আবাসন গুলি তৈরী হয়ে গিয়েছে, সেগুলি আপাতত এলাকাবাসী''কে দিয়ে দেওয়া হোক। তাতে ওই এলাকার পরিবেশ ভালো থাকবে। আমরাও দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে রেহাই পাবো।' চরম বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব যেমন বস্তিবাসী। তেমনই রাজনীতির রং লেগেছে বস্তি অনুন্নয়নে। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে বস্তি অনুন্নয়নকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচন থেকে দুর্গাপুর শিল্পশহরে বস্তি এলাকায় বিজেপি প্রভাব বিস্তার করেছে। সক্রিয় সংগঠনে এসেছে বস্তি এলাকার যুবক-যুবতীরা। তাতেই পদ্ম ফুটতে শুরু করেছে শিল্পশহরে বস্তি এলাকায়।

দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরী বলেন,' বস্তি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি রূপায়ন হয়। কিন্তু তৃণমূল সরকার ও তাদের পুরবোর্ডের সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার অভাবে বস্তি উন্নয়ন থমকে। সার্ভে অনুযায়ী বাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু দ্রুত নির্মান না হওয়ায় ওইসব পরিবার সংখ্যায় বাড়ছে। ফলে বিগত দশ বছরে প্রায় দেড়''শ র ওপর পরিবার বেড়েছে। এবং সরকারি বাড়ী না পেলে বাড়তি পরিবারগুলো চালা ঘরে বসবাস করছে। গত দশ বছরে বস্তি একইভাবে বস্তিই থেকে গেছে। বস্তি উন্নয়নে তৃণমূল সরকার সম্পুর্ন ব্যার্থ। আগামী নির্বাচনে মানুষ তার জবাব দেবে। '

তিনি আরও বলেন,' ২০১৭ সালে মানুষ গনতান্ত্রিক অধিকার লুঠ করে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। গরিব বস্তিবাসীর যন্ত্রনা বুঝবে কি করে? দুর্নীতিগ্রস্ত নিকম্মা পুরবোর্ড যেরকম চলার, সেইরকমই চলছে।' তিনি বলেন,' তবে মানুষ এবারে তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার শান্তিপুর্ন প্রয়োগ করতে পারবে। আর তাদের সমস্ত বঞ্চনার জবাব প্রতিফলিত করবে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে বস্তিবাসীদের সম্মান ফিরিয়ে দেবে। ভুমিহীনদের পাট্টা দেব। সরকারি প্রকল্পে বাড়ি পাবে। আয়ুষ্মান কার্ড পুনরায় পাবে। ২ মে শিল্পশহর গেরুয়া আবীর খেলার অপেক্ষায় থাকবে শহরের বস্তিবাসী।'

২০১৯ লোকসভায় নিরিখে দুর্গাপুর পুর্ব বিধানসভায় ফলাফল-
তৃণমূল- ৬৩৮৬৪ ভোট।
বিজেপি- ৯০৪৫৫ ভোট।
সিপিএম- ২৮২৯৭ ভোট।
কংগ্রেস- ৫৫৮৬ ভোট।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা-
বিজেপি - দীপ্তাংশু চৌধুরী।
তৃণমূল- প্রদীপ মজুমদার।
সংযুক্ত মোর্চা- আভাস রায়চৌধুরী।

রায়গঞ্জে চলছে অক্সিজেনের কালোবাজারি উঠছে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে অক্সিজেনের আকাল। এই রকম পরিস্থিতিতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে অক্সিজেনের কালোবাজারির অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ রায়গঞ্জ থেকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার পাচার হয়ে যাচ্ছে রায়গঞ্জ সীমান্তবর্তী বিহার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।এক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে। করোনার প্রকোপ বাড়তেই অক্সিজেনের কালোবাজারি শুরু হয়েছে রায়গঞ্জ সহ উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোতে অক্সিজেন নেই বলে চড়া দামে সাপ্লাই দিচ্ছে একশ্রেণীর চক্র। যে সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা সেই সিলিন্ডারই এখন ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শুধু তাই নয় অক্সিজেন সিলিন্ডারের রেগুলেটরের যে সেটের দাম ছিল ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা এখন দাম হয়েছে ২০০০ টাকা। নতুন কোন সিলিন্ডার নির্ধারিত দামে পাওয়া যাচ্ছে না। করোনা আবহের মধ্যে মানুষ যখন দিশেহারা তখন অসহায় মানুষকে আরও বেশি করে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে একশ্রেণীর কারবারি। অভিযোগ, মূলত বিহার সীমান্ত সংলগ্ন আবাদপুর, দাসপাড়া, বারসই সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশাহার ঘাট, গোরাহার ঘাট, বাহিন ঘাট, বারিওল ঘাট দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। বিহার থেকে বহু মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে আসছেন এবং তাদের কাছে টাকা-পয়সার লুটছেন একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা। যদিও এই বিষয়ে নজরদারি নেই বলে অভিযোগ করেছেন রোগীর আত্মীয়রা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরীর অভিযোগ, শহর তথা জেলার মানুষ নতুন কোনও অক্সিজেন সিলিন্ডার পাচ্ছে না। মানুষকে বাধ্য হয়েই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে নজরদারি দিতে হবে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) অলঙ্কৃতা পান্ডে বলেন, 'এমনটা হওয়ার কথা নয়। হাসপাতালে যারা ভর্তি হবেন ক্রিটিক্যাল থাকলে অবশ্যই অক্সিজেন পাবেন। যদি এই ধরনের কালোবাজারির ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'রায়গঞ্জ শহরের অশোকপল্লী এলাকায় এক গ্যাসের প্লান্টের ম্যানেজার সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, 'নতুন সিলিন্ডারের ক্রাইসিস রয়েছে। যারা সিলিন্ডার নিয়ে আসে তাদের নির্ধারিত মূল্যে অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার দেওয়া হয়। বেশি টাকা নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।'

করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপের দাবি এসইউসিআইয়ের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করল এসইউসিআই। দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রবিবার মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, "করোনা সংক্রমণের বর্তমান দুঃসহ পরিস্থিতিতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি -

১) টিকার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ার ফলে যাঁদের প্রথম ডোজের টিকা পাওয়ার কথা তাঁরা তা পাচ্ছেন না। এমনকি যাঁদের দ্বিতীয় ডোজের টিকা পাওয়ার কথা তাঁদেরও তা পেতে অসুবিধা হচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় অতি দ্রুত এই টিকার ব্যবস্থা করার দাবি করছি।

২) হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় কোভিড শয্যা না থাকার ফলে বহু শংকটাপন্ন ও মরণাপন্ন রোগী ভর্তি হতে পারছেন না। রাজ্য জুড়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য হাহাকার পড়ে গেছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শয্যা বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা অবিলম্বে হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি ও কম সংকটগ্রস্ত রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় নিভৃতাবাসের ব্যবস্থার দাবি করছি।

৩) অক্সিজেনের অভাব গোটা দেশের সংগে এই রাজ্যে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে যাঁরা ভর্তি হতে পারছেন না তাঁরা অক্সিজেনের অভাবে বাড়িতে বা রাস্তায় মারা যাচ্ছেন। এমনকি হাসপাতালগুলিতেও অক্সিজেনের অভাব আছে- যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি করছি।

৪) সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক হল কোভিড রোগীর মৃতদেহ প্রোটোকল মেনে শেষকৃত্য করার ব্যবস্থাও সরকার বা পৌরসভা করতে পারছে না। ফলে মৃতদেহ বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকছে যা অত্যন্ত অমানবিক এবং অস্বাস্থ্যকর। আমরা অবিলম্বে করোনা রোগীর মৃতদেহ যাতে দ্রুত শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা যায় তার দাবি করছি।"

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

ভোট দেবেন মুখ্যমন্ত্রী, মিত্র ইনস্টিটিউশনে তৈরি হচ্ছে বিশেষ র্যাম্প

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : রাত পোহালেই সপ্তম দফার ভোট। এই দফায় ভোট দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ভবানীপুর কেন্দ্রে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেবেন তিনি। হুইল চেয়ারে করে দিদি ভোট দিতে যাবেন বলে এবার ওই তৈরি হচ্ছে প্লাইউডের র্যাম্প। বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য যে বন্দোবস্ত রাখার নিয়ম রয়েছে তাই করা হচ্ছে মিত্র ইনস্টিটিউশনের বুথে।

প্রচার পর্বের একেবার শুরুর দিকে পায়ে চোট পেয়ে হুইল চেয়ারকে আশ্রয় করেছেন তৃণমূল নেত্রীর তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর ভোট প্রচারে জনসভার মঞ্চগুলিতেও র্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল। নাহলে ওঠা নামার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। নন্দীগ্রামের ভোটের দিন বয়াল প্রাথমিক স্কুলের বুথে দিদির হুইল চেয়ার ঢোকাতে নিরাপত্তারক্ষীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে মিত্র ইনস্টিটিউশনে র্যাম্প করা থাকছে।

ভোটের দিন সাধারণত দিদি দুপুরের পর বুথে যান। তার আগে সকাল থেকে কালীঘাটের বাড়িকে কন্টোল রুম করে ফোনাফুনি করেন মমতা। সোমবার আবার অষ্টম দফা ভোটের জন্য প্রচারের শেষ দিন। করোনার জন্য যেহেতু বড় জনসভায় নিষেধাজ্ঞা সেহেতু ভার্চুয়াল সভা করছেন দিদি। সোমবারও কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সেসব সেরে হয়তো ভোট দিতে যাবেন তৃণমূলনেত্রী।

প্রসঙ্গত, এবার ভবানীপুরে দিদি প্রার্থী করেছেন শোভনদেব চট্টপাধ্যায়কে। বিজেপি এই কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছে রুদ্রনীল ঘোষকে। ফলে লড়াই একদম টানটান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্যানিটাইজার থেকে শিশুর চোখের ক্ষতি

'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'য়ের অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুর চোখকে ক্ষতি করতে পারে।মহামারীর কারণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও জীবাণুনাশক নিত্যদিনের সঙ্গী। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা যায় স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে এর ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা দেয়।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'জামা অপথালমোলজি' জার্নালে ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে গুরুতর সমস্যা দিতে পারে।এছাড়া এই গবেষণার জন্য তথ্য প্রদানকরা প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেঞ্চ পয়জন কন্টোল সেন্টার'য়ের তথ্য অনুযায়ী, যাদের বিগত বছরে এই সমস্যা ছিল তাদের তুলনায় ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের সাত গুণ বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।ফ্রান্সের শিশুরোগ চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যভান্ডারের ২০১৯ সালের এই সমীক্ষা অনুযায়ী হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ফলে চোখে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি ১.৩ শতাংশ যা ২০২০ সালে ৯.৯ শতাংশ পর্যন্ত ছিল।২০১৯ সালে ফ্রান্সের এক শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল কেবল এই কারণে। অন্যদিকে ২০২০ সালে ১৬ জন শিশু এই রাসায়নিকের প্রভাবে হাসপাতালে ভর্তি ছিল।করোনাভাইরাস-সহ যেকোনো সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হাত পরিষ্কার রাখা জরুরি। এটা শিশুদের জন্যও প্রয়োজন। তবে স্যানিটাইজার ব্যবহার শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে নিচের পন্থাগুলো অবলম্বন করা ভালো।- সন্তান খুব বেশি ছোট হলে তার হাত পরিচ্ছন্ন রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে আপনি নিজে সাহায্য করুন। শিশুর হাতে পরিমাণ মতো স্যানিটাইজার ঢেলে দিন ও আপনার সামনেই তা ব্যবহার করার পরামর্শ দিন। - বাইরে স্বয়ংক্রিয় স্যানিটাইজিং মেশিন থাকে। তাই খেয়াল রাখতে হবে সন্তান যেন সঠিকভাবে তা ব্যবহার করে।- সন্তানকে স্যানিটাইজার ব্যবহার অপেক্ষা সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে বেশি উৎসাহ দিতে হবে। - সন্তানের দৃষ্টিশক্তি এরই মধ্যে দুর্বল হলে তাকে চশমা পরতে বলুন। কারণ এটা চোখে রাসায়নিক উপাদান প্রবেশে বাধা দেয়।

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে।শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পাে।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝারি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষরি শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই!

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত।

গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।

আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

প্রভাস ও রানার বিপরীতে দক্ষিণী ছবি দিয়ে অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহরুখ পুত্র আরিয়ান কবে ডেবিউ করছেন এনিয়ে বি-টাউনের জল্পনা চলছেই। শোনা যাচ্ছে হলিউড বা বলিউড নয়, আরিয়ান কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন দণী ছবির (টলিউড) হাত ধরে। পরিচালক গুণাশেখর এর পরিয়ড ফিল্ম ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ানকে।সূত্রের খবর, ''বাহুবলী''র পর ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিটি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রির অন্যতম বিগ বাজেটের ছবি হতে চলেছে। ''বাহুবলী'' খ্যাত দুই তারকা প্রভাস ও রানা দগ্ধুবাতিকে দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। খুব সম্ভবত রানা দগ্ধুবাতি ''হিরণ্যকশিপু''র চরিত্রে অভিনয় করবেন। পাশাপাশি, ''বাহুবলী'' খ্যাত গুই নায়িকা অনুষ্কা শেট্টি ও তমন্না ভাটিয়াকেও দেখা যেতে পারে এই ছবিতে। আর এই ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিরই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে।

যদিও ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক গুণাশেখর। তাঁর কথায় অবশ্য, চরিত্রগুলির জন্য কোন কোন অভিনেতাকে বেছে নেওয়া হবে তিনি এখনও সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন নি।অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হলিউড ফিল্ম ''দ্যা লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সনের জন্য সিম্বার ভূমিকায় গলা দিয়েছেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান। সিম্বার বাবা মুফাসার জন্য গলা দিয়েছেন শাহরুখ। এই দুই গলা শুনে বাবা ও ছেলের গলার পার্থক্য করা দায় হয়ে উঠেছে দর্শকদের। আরিয়ানের গলাকেই অনেকে শাহরুখের গলা ভেবে ভুল করছেন।কিছুদিন আগে অবশ্য শোনা গিয়েছিল, হলিউডের কোনও সুপার হিরো জনারের ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ান খানকে। রুশো ব্রাদার্সের পরিচালনায় মার্ভেল সিরিজের কোনও ছবিতে আরিয়ানকে দেখা যেতে পারে।। এবিষয়ে শাহরুখ নিজেও হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদেরকে ছেলের ছবি দেখিয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। যদিও আবার এও শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আরিয়ানকে সুপার হিরো ছবি দিয়ে ডেবিউ করতে নিষেধ করছেন। ত শোনা গিয়েছিল হলিউডের ছবিতে কাজ করতে আরিয়ান নাকি ভীষণভাবে ইচ্ছুক।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি

বঙ্গে ঊর্ধমুখী পারদ, আগামী সপ্তাহে আরও বাড়বে তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদও। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা বঙ্গবাসীর। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২-৩ দিনের তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং বাদে বাকি সব জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা উত্তরের সবকটি জেলার আবহাওয়াই শুকনো থাকবে।

শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক। দুপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের ৩ ডিগ্রি উপরে। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ৯১ শতাংশ। তবে তাপমাত্রার পারদ আরও চড়বে বলেই পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস। আগামী সপ্তাহে কলকাতার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি হওয়ার সম্ভাবনা জারি করছে হাওয়া অফিস। কলকাতার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। অস্বস্তি বাড়াবে আপেক্ষিক আর্দতা। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। চলতি সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও আগামী সপ্তাহের শুরুতেই রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় স্বস্তি ফেরাবে ঝড়বৃষ্টি। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সবকটি জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। তবে আগামী ২৭ এপ্রিল নাগাদ বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ এবং ২৮ এপ্রিল, বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেইসঙ্গে দক্ষিণের জেলাগুলিতে আগামী ২-৩ দিনে দিনে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এবার ডোম নিয়োগ হচ্ছে নদীয়ায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সুনামীতে কলকাতায় বেড়েছে মৃত্যুর হার। যান জন্য দু'দিন আগেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে চারজন ডোম নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য সরকার। এবার ডোম নিয়োগ হচ্ছে নদীয়া জেলায়। সেখানে ৮ জন ডোম নিয়োগ করা হবে।

দ্বিতীয় দফায় দেশে দানবীয় কায়দায় আছড়ে পড়ছে করোনা। পশ্চিমবঙ্গেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। লম্বা হচ্ছে মৃত্যু মিছিল। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও মৃতদেহ সতকারের কাজের জন্য ডোম নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য স্বাস্থ্য ভবন। শনিবার রাতে স্বাস্থ্য দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে নদিয়া জেলার জন্য ৮ জন ডোম নিয়োগ করা হবে। বলা হয়েছে জেলার ৪টি মহকুমায় ২ জন করে ডোম কাজ করবেন।

মোট ৮ জন। আপাতত ছমাসের জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হবে। মাসিক বেতন ১০ হাজার টাকা। সূত্রের খবর, বিভিন্ন জেলায় প্রয়োজন বুঝে করোনা পরিস্থিতিতে এভাবেই ডোম নিয়োগ করবে স্বাস্থ্য ভবন।

পতাকা টাঙানোর ঘটনায় উত্তপ্ত বোলপুর

বোলপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুর সংলগ্ন গোয়ালপাড়া গ্রাম। অভিযোগ, শনিবার রাতে রূপপুর পঞ্চায়েতের অধীন গোয়ালপাড়া গ্রামে পতাকা টাঙাচ্ছিল তৃণমূলের সমর্থকেরা। সেই পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে বচসা বাঁধে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। অভিযোগ, তার জেরে এলাকার তৃণমূল বুথ সভাপতি অপূর্ব মণ্ডল এবং কার্য্যকরী সভাপতি মিন্টু দত্তের বাড়িতে হামলা চালায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে, একইভাবে শনিবার রাতে বোলপুর সংলগ্ন সুরুল গ্রামে রূপপুর পঞ্চায়েতের পরিচালন কমিটির সদস্য বাবু দাসের বাড়ি ভাঙচুর করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বাঁশ লাঠি সহ আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাবু দাসের বাড়ির দরজা ও জানালার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এই দুটি ঘটনার জবাবে রবিবার এলাকার বি মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি শম্ভুনাথ রায় বলেন, তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের কর্মীদের পতাকা টাঙাতে বাধা দিয়েছে। আমাদের কর্মীদের বাড়ি ভাংচুর করেছে।

ভোটের আগে শহরের রাস্তায় নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ

কলকাতা,২৫ এপ্রিল(হি স): রাত পোহালেই সপ্তম দফার ভোট। করোনা আবহে আগামীকাল ভোট রাজ্য জুড়ে। তবে, ভোট আবহে শহরের রাস্তায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই ছয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। বাকি এখনও দু দফার ভোট তবে তারই আগে আরও কড়া কলকাতা পুলিশ। গতকাল সপ্তম দফার ভোটের আগে শহরের রাস্তায় নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। চারু মার্কেট থানা সহ নিউ মার্কেট থানার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালায় পুলিশ।

ওড়িশা বোম্বাইচকে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক ঝাড়গ্রামবাসীর

ঝাড়গ্রাম, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক ঝাড়গ্রামবাসীর।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কর্ম সূত্রে ওই ব্যক্তি থাকেন ওড়িশা রাজ্যের বোম্বাইচকে।এদিন রবিবার ভোরে ওড়িশার বারিপদার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। ওই ব্যক্তির আদি বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার ভামাল গ্রামে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান দশ বারো দিন আগে তিনি ভামাল গ্রামের পাশে চর্চিতা গ্রামে শিব রাত্রীর মেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন।ওই দিনই বোম্বাইচকে ফিরে গিয়েছিলেন।বোম্বাইচকে তার ইলেকট্রনিকসের দোকান আছে বলে জানা গিয়েছে।এদিন রবিবার ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও তার সন্তানরা ভামাল গ্রামে ফিরেছেন।তারা পরীক্ষা করিয়ে ফিরেছেন গ্রামে বলে গ্রামবাসীদের জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের দাবি তাদের পনেরো দিন নিজেদের বাড়িতে কোয়ারেনটাইনে থাকতে হবে।

অন্যদিকে, জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলায় এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত কারোর মৃত্যুর খবর নেই। হিন্দুস্থান সমাচার/গোপেশ / কাকলি

বন্ধ হয়ে গেল রিলায়েন্স জুটমিল, কর্মহীন শ্রমিকদের বিক্ষোভে উত্তাল ভাটপাড়া

হুগলি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার বন্ধ হয়ে গেল ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিল। করোনা পরিস্থিতিতে ভোট মিটতেই এভাবে আগাম কোনওরকম তথ্য ছাড়া কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক। কারখানার বাইরে দীর্ঘক্ষণ চলে বিক্ষোভ। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতই রবিবার সকালে কারখানায় যান শ্রমিকরা। তখনই দেখেন গেট বন্ধ, ঝুলছে নোটিস। সেখানে বলা হয়েছে, কাঁচামাল না থাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল কারখানা। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। কারখানার সামনে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ব্যাপক ভাঙচুর চলে শ্রমিক সংগঠনের অফিসে। ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করেন শ্রমিকরা। রাস্তায় একের পর এক জ্বালানো হয় টায়ার। রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কয়েকঘণ্টা পর শান্ত হয় এলাকা। এবিষয়ে এখনও মিল কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

শ্রমিকদের কথায়, করোনা পরিস্থিতিতে আগাম কোনওরকম তথ্য ছাড়া এভাবে কারখানা বন্ধ করা কিছুতেই মেনে নেবে না তাঁরা। অবিলম্বে কারখানা খোলা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

বেলাগাম করোনা, বিনা মাস্কে বেপরোয়া আনাগোনা অব্যহত

বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দিনকে দিন করোনা সংক্রমন লাগামছাড়া হচ্ছে,সংক্রমন এড়াতে সরকার মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামুলক করলেও এক শ্রেনীর মানুষ সেই নির্দেশ অমান্য করে বিনা মাস্কেই ঘোরাফেরা করছে।এদের দাপটে সাধাণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত।সরকারী উদাসীনতাই এর মূল কারন বলে তারা মনে করছেন।অথচ পৌরসভা,জেলা প্রশাসন মাস্ক ব্যবহার করার জন্য প্রচার শুরু করেছে, পাশাপাশি থেকে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন এর পক্ষ থেকে মাস্ক ব্যবহার, করোনা বিধি মেনে চলার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে কিন্তু প্রচারই সার। গত ২৩ এপ্রিল করোনা পরিস্থিতিত ও সচেতনতা বিষয়ে পুরসভা হলে জেলা প্রশাসন এর উদ্যেগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় জেলা প্রশাসন এর কর্তা-ব্যক্তি, পুলিশ প্রশাসন, পুর প্রশাসক ব্যবসায়ী সংগঠন, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।সভায় করোনা বিধি মেনে চলার ও সচেতনতার জন্য প্রচার চালানর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরদিন শহরের ব্যস্ততম এলাকায় পথচলতি মানুষদের মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।তা সত্বেও এক শ্রেনীর মানুষ বেপরোয়া।রাস্তার মোড়ে, রকে, চা দোকানের আড্ডায় এই সব মাস্ক বিহীন মানুষগুলির ভীড়।

সরকারী নির্দেশ অমান্যকারীদের শায়েস্তা করতে আইন প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বিদগ্ধ মহল। এ বিষয়ে বাঁকুড়া পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দিলীপ আগর ওয়াল বলেন, বিষয় টি নজরে এসেছে, পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি দেখছে, প্রয়োজন হলে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে।

বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ইলামবাজারে

বোলপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : প্রায় দোড় গোড়ায় অষ্টম দফা নির্বাচন। সেই প্রাক মুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমে। এর কয়েকমাস আগেও, নানাসোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালালনগরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এবার ঘটনাস্থল ইলামবাজারের সেই নানাসোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাদিমপুকুর গ্রামে।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদিমপুর গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি আসরাফ ওরফে লালন সেখের বাড়িতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। রবিবার সকালে অভিযুক্তের বাড়ির উঠানে বোমা বিস্ফোরণের তীব্রতায় এত বেশি ছিল যে, গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন ওই বিজেপি নেতার বাড়িতে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইলামবাজার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। বিস্ফোরণের স্থলটিকে পুলিশের পক্ষ থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। সোমবার সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করার কথা ফরেনসিক দলের। তবে, এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি। পুলিশ জানায়, ঘটনা তদন্ত চলছে।

অভিযোগ, বাড়িতেই কয়েকজন বোমা বাঁধার কাজ চালাচ্ছিল। অসাবধানতার কারণেই এই বিপত্তি। তবে বিস্ফোরণের জেরে হতাহতের কোনো খবর নেই। তার আগেই প্রমাণ লোপাটের জন্য বিস্ফোরণের জায়গা গোবর জল দিয়ে মুছে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে ওই বিজেপির বুথ সভাপতি। যদিও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর।

ইলামবাজারের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ফজলুর রহমান বলেন, "বিজেপি বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ওই এলাকায় বোমা বাঁধার কাজ চালাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। যার জেরে, বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে, বলে আমাদের কাছে খবর আছে। কিন্তু আহতদের তারা কোথাও লুকিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। আমরা পুলিশকে বলেছি ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে।"

যদিও ওই বিজেপি নেতা আসরাফের স্ত্রী জায়েদা বিবি বলেন,, " আমি গোবর জল দিয়ে উঠোন ধুচ্ছিলাম , সেই সময় তৃণমূলের কিছু লোকজন বাড়ির উঠোনে বোমা ছোড়ে পালায়।'

একইভাবে ইলামবাজারে বিজেপির মন্ডল সভাপতি চিত্তরঞ্জন সিংহ বলেন, "ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য তৃণমূলীরা ওখানে বোমা ফাটিয়ে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। পুলিশকে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলবো।

রামপুরহাটের সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ শুভেন্দুর

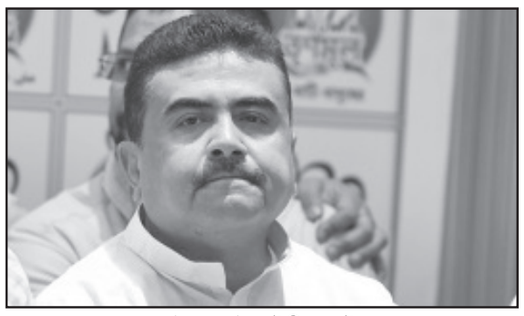

রামপুরহাট, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : রামপুরহাট গান্ধী পার্ক ময়দানে মহামতি গোখলে সাজলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিগত লোকসভায় রামপুরহাট শহর বিজেপিকে লিড দেয়। সেই প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দুবাবু বলেন, রামপুরহাট আজ যা চিন্তা করে, আগামীকাল গোটা বাংলা তাই ভাবে। এর পর ধর্মীয় মেরুকরণের বাঁধা ছকে মমতা বন্দ্যোপাধযায়কে আক্রমণ করে বলেন, " সাড়ে ন'বছর দুধেল গাইদের সেবা করেছেন। আপনার পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়।বাড়ি বীরভূম। আপনাকে কেন বলতে হচ্ছে, আপনি হিন্দু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত পুজো দিচ্ছেন কেন? কারণ তিনি বুঝে গেছেন, সাতাশকে ধরে বসে থাকতে গিয়ে, তিয়াত্তর এক হয়ে গেছে। এই দলের নেতা বলছে, চারটি পাকিস্তান চাইছে।

এছাড়াও, অনুব্রতকে কটাক্ষ ছোট মোটা মুখ্যমন্ত্রীকে বলে কটাক্ষ করেন। আয়কর দফতর তাঁকে নোটিশ দিয়ে জানতে চেয়েছে, তোমার চাল কল কতো? চিন্তা নেই, বুথে দিদির পুলিশ নেই। দাদার পুলিশ"। রামপুরহাট গান্ধী পার্ক ময়দানে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে বিজেপির সরকার গঠনের কথা বললেন। এদিন তিনি বলেন, ষষ্ঠ দফা নির্বাচনে বিজেপি ইতিমধ্যেই ১৪৮ আসন পেয়ে গেছে। সোমবারে সপ্তম ও তারপরে অষ্টম দফায় অমিত শাহের যে ইচ্ছা 'ইসবার দুশো পার' সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। এরপর তিনি শাসক দলের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শিল্পায়ন বা কর্ম সংস্থানের কথা বলেন নি। কেন্দ্র সরকারের কিষাণ নিধির সুবিধা বাংলার কৃষকদের নিতে দিলেন না। শীতলকুচি দেখালেন। শুধু ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফুটবল হাতে নিয়ে খেলা হবে বললেন। আর এখন কোভিড কোভিড করছেন। শনিবার বোলপুরে এসে নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও পুলিশের উপর বিশ্বাস না রেখে থানা ঘেরাওয়ের কথা বললেন। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোভিড নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজ্যের অধিকার। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আসার আগে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বিলি করেছেন। কিন্তু কোভিড নিয়ে কোন ব্যবস্থা নেন নি। মোদিজী ভ্যাক্সিন পাঠালোও আপনাদের দলের লোকেরা নার্সদের টিকা চুরি করে, নিজেরা গায়ে লাগালেন। বর্ধমানের ভাতারে প্রাক্তন বিধায়ক এটা করেছেন। ২০১৪ সাল থেকে এস এস সি হয় নই। টেটে দুর্নীতি। তাই সোনার বাংলা বা ডবল ইঞ্জিন করতে বিজেপিকে ভোট দিন।

ঝাড়গ্রামেও মাস্ক না পরেই চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষজনেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : একদিনে রেকর্ড সংখ্যক সংক্রমণ। সেঞ্চুরি পার করেছে ঝাড়গ্রাম জেলায় কিন্তু তাতেও হুস ফেরেনি ঝাড়গ্রাম জেলাবসীদের। স্বাস্থ্য বিধি মানার কোনও বালাই নেই, বীনা মাস্ক পরেই চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষজনেরা।

এদিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছেন। স্বাস্থ্য বিধি মানার ক্ষেত্রে মানুষের যে অনিহা তার জন্য জোরদার প্রচার শুরু করেছে। পথ নাটিকা থেকে, ছৌ নাচ, লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমেকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে প্রশাসন। এবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকে ঢাকিদের নিয়ে জন বহুল মোড়, বাজার, হাট, বাজার এলাকা গুলিতে ঢাকিরা ঢাক বাজিয়ে স্থানীয় ভাষায় তারা প্রচার চালাচ্ছেন।

এদিন রবিবার জামবনী ব্লকের চিল্কীগড়, ধড়সা, পড়িহাটি, কেন্দাডাংরি, চিচিড়া এলাকায় প্রচার করেন। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ এ দ্রুত হারে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। সাম্প্রতি গত ২৩ এপ্রিল মাস্ক ছাড়া বাজারে জিনিসপত্র কেনাবেচা বন্ধ করেছে প্রশাসন। কিন্তু তাতেও হুস নেই মানুষের। রোজ দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিভিন্ন দাবী নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলেন বামপন্থী যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে লাগামহীন করোনা সংক্রমণ, গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৫,৮৮৯ জন

কলকাতা,২৫ এপ্রিল (হি স) : লাগামহীন রাজ্যের করোনা সংক্রমণ। রাজ্য জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়ালো। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৫,৮৮৯ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনার নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫৫,৬০০টি, যার মধ্যে ৭.২১ শতাংশ রিপোর্ট পজিটিভ। কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় কোভিড পজিটিভ হয়েছেন ৩৭৭৯ জন। রাজ্যের কোভিড গ্রাফে এরপরই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, এখানে দৈনিক সংক্রমণ ৩১৪০। সংক্রমণ সবচেয়ে কম উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে। এখানে গত ২৪ ঘন্টায় ২৭ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

মাস্ক না থকেল এবার ওঠা যাবে না বাসে

কলকাতা,২৫ এপ্রিল (হি স): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। একদিকে ভোট আবহ তারই মাঝে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। এই পরিস্থিতিতে আরও সচেতন বাস সংগঠন গুলি। এবার থেকে মাস্ক না থকেল ওঠা যাবে না বাসে এমনই সিদ্ধান্ত নিল বাস মালিকরা।

রোজ লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বারবার বলছে মাস্ক পরতে। কিন্ত এখনও সচেতন নয় অনেকেই। রাস্তাঘাটে অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে মাস্ক ছাড়া। তবে, এই পরিস্থিতিতে কড়া পদক্ষেপ নিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। শহরের রাস্তায় মুখে মাস্ক না থাকলে বাসে ওঠার অনুমতি দেওয়া হবে না যাত্রীদের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

‘এখন জান কি বাত করা জরুরি’, নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বেতার অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার নাম না করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-কে কটাক্ষ করে বলেন ‘জান কি বাত’ করা জরুরি।

প্রতি মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। আজও এই মাসিক বেতার অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে দেখা গেল তাঁকে। আর এদিনই তাঁকে কটাক্ষ করে টুইট করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী । সরাসরি তাঁর নাম না করলেও রবিবার হিন্দি ও ইংরেজি দু’টি টুইটে রাহুল লেখেন, “সিস্টেম ফেল করে গিয়েছে। তাই এখন ‘জান কি বাত’ করা জরুরি। এই সংকটের সময়ে দেশের প্রয়োজন দায়িত্ববান নাগরিকদের। আমি আমার কংগ্রেসের সমস্ত সহকর্মীকে অনুরোধ করছি, আপনারা যাবতীয় রাজনৈতিক কাজকর্ম ফেলে কেবল আমাদের দেশের নাগরিকদের সাহায্য করুন ও তাঁদের যন্ত্রণা দূর করতে সাহায্য করুন। এটাই কংগ্রেস পরিবারের ধর্ম।” গোটা পোস্টে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশে অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও শুরুর বাক্য থেকে পরিষ্কার, তিনি এই পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-কেও কটাক্ষ করেছেন।প্রসঙ্গত, এবারের ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আরজি জানিয়েছেন সচেতন থাকার। সেই সঙ্গে কুর্নিশ জানিয়েছেন করোনা যোদ্ধাদের সংগ্রামকে। আশ্বাস দিয়েছেন বিনামূল্যে টিকাকরণ নিয়েও।

ফর চিকিৎসায় গাফিলতিতে করোনা রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ শহরের হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা,২৪ এপ্রিল(হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দেশ তথা রাজ্যজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রীতিমত চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সকলের কপালে। এরই মাঝে ফের রবিবার শহরের হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠল চিকিৎসায় গাফিলতিতে করোনা রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ।

করোনা কাঁটায় নাজেহাল সকলে। অন্যদিকে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্ত এই পরিস্থিতিতে ফের কাঠগড়ায় শহরের হাসপাতাল। অভিযোগ উঠেছে,বাঘাযতীন হাসপাতালে মঙ্গলবার এক রোগী করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় তার এমনটাই অভিযোগ রোগীর পরিবারের। গত তিনদিন ধরে হাসপাতালের মর্গেই পরেছিল তার মৃতদেহ। কিন্ত অভিযোগ, তিনদিন কেটে গেলেও মেলেনা ওই রোগীর করোনা রিপোর্ট। মৃতদেহ রাখা হয়েছে হাসপাতালের মর্গে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ ওই রোগীর নমুনা প্রথমে বাঘাযতীন হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয় এম আর বাঙুরে। সেখান থেকে নমুনা পাঠানো হয় এসএসকেএমে। দুটি হাসপাতাল ঘুরেও এখনও আসেনি রিপোর্ট। যার জেরে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রোগীর পরিবার।

ফের করোনা আক্রান্ত হলেন বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা,২৫ এপ্রিল (হি স): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সাধারন মানুষ থেকে রাজনীতিবিদরা। কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এরই মাঝে ফের রবিবার করোনা আক্রান্ত বাবুল সুপ্রিয়।

করোনা হানায় নাজেহাল অবস্থা সকলের। যত সময় বাড়ছে ততই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্ত সেই আতঙ্কের মাঝেই দ্বিগুণ আতঙ্ক বাড়িয়ে দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত হলেন বাবুল সুপ্রিয়। এদিন টুইট করে বাবুল সুপ্রিয় লেখন, ”আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়েই করোনা পজিটিভ হয়েছি। আমি দ্বিতীয়বারের জন্য করোনা আক্রান্ত হলাম। আসানসোলে ভোট দিতে পারব না বলে খারাপ লাগছে। তৃণমূলের সন্ত্রাস রুখতে ঘরে থেকেই যা করার করব”।

প্রয়াত খরদার তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল(হি স): একুশের বিধানসভা নির্বাচন পালিত হচ্ছে করোনা আবহে। কিন্তু সেই করোনা ছাড় দিচ্ছে না সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি রাজনীতিবিদদের শরীরের দানা বাঁধতেও। এরই মাঝে কিছুদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন খরদার তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা। কিন্তু অবশেষে করোনার কাছে হার মেনে প্রয়াত কাজল সিনহা। রবিবার হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার।

একুশের বিধানসভা ভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি অন্তরে তুঙ্গে প্রস্তুতি বহুদিন ধরে। এরই মাঝে ষষ্ঠ দফায় ভোট হয় খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্র। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে খড়দহ থেকে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত এবং জোট প্রার্থী দেবজ্যোতি দাসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে লড়ছিলেন কাজল সিনহা। ভোট চলাকালীন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা। এরপরে গত ২১ এপ্রিল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দেওয়া হয়েছিল ভেন্টিলেশনে। এরপর গত ২৩ এপ্রিল অবস্থার আরও অবনতি হয়। তৃণমূল নেতাকে তিন দিন ভেন্টিলেশনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তৃণমূল নেতা কাজল সিনহা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন নটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ মৃত্যু হয়েছে কাজল সিনহার।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিবাচক মনোভাবই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধান মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার গ্রাসে এখন গোটা দেশ। রাজ্যে-রাজ্যে সংক্রমণ ক্রমাগত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে। এই আবহে আজ রবিবার ফের ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার ‘মন কি বাত’-এর ৭৬তম পর্বে তিনি বলেন, করোনা আমাদের সবার ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নিচ্ছে। করোনার প্রথম ঢেউ যখন আছড়ে পড়েছিল, সফল ভাবেই তা সামলে উঠেছিলাম আমরা। কিন্তু এই সময় দেশ বিধ্বস্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে সব ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কৃষক, প্রতিষেধক উৎপাদনকারী সংস্থা, অক্সিজেন উৎপাদন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে ভাবে রোগীদের সাহায্য করছেন চিকিৎসরা, তা প্রশংসনীয়। কেন না তাঁরা অনলাইনেও এখন রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন।

তিনি এদিন আরও বলেন, প্রতিষেধক নিয়ে কোনও রকম গুজবে কান দেবেন না। রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে প্রতিষেধক পাঠিয়েছে কেন্দ্র। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি যখন কোভিড আমাদের ধৈর্য এবং যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতার পরীক্ষা নিচ্ছে। প্রিয়জনদের অনেকে অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক এবং নার্সরা কোভিডের বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ছেন। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজ্যগুলিকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করছে কেন্দ্র বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই মুহূর্তে ইতিবাচক মনোভাবই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। চিকিৎসক, নার্সদের মতো অ্যাম্বুল্যান্স চালকরাও এই মুহূর্তে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করছেন।

রাজ্য জুড়ে নৈশ কার্ফু ঘোষণা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের

অমরাবতী, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার রাত থেকে রাজ্য জুড়ে নৈশ কার্ফু ঘোষণা করল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রায় ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় অন্যান্য রাজ্যের মত শনিবার রাত থেকে রাজ্যজুড়ে নৈশ কার্ফু ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিম গোদাবরী জেলার পুলিশ সুপার নারায়ন নায়েক জেলার সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শণে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ঘুরে দেখেন। তিনি যে সমস্ত এলাকায় কোভিদ সংক্রমনের সংখ্যা বেড়েছে, সেই জায়গাগুলো জেলা পুলিশের আধিকারিক এবং পুলিশকর্মীদের নৈশ কার্ফুতে পড়া হাতে পদক্ষেপ নেওয়া কথা বলেছেন এবং করোনা বিধি পালনের নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

বে-লাগাম সংক্রমণে মহারাষ্ট্রে, প্রায় ৭ লক্ষ অ্যাক্টিভ রোগী

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে মহারাষ্ট্র। সংক্রমণ মোকাবিলা কার্যত অসাধ্য হয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। গোটা রাজ্যে হু হু করে ছড়াচ্ছে করোনা। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। হাহাকার অক্সিজেনের জন্যও। শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন করে ফের রাজ্যে ৬৭ হাজার ১৬০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে রাজ্যে করোনার বলি আরও ৬৭৬ জন। রাজ্যে করোনা অ্যাক্টিভ কেস বেড়ে বর্তমানে ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৮০।

শুধু বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়েই শনিবার নতুন করে ৫ হাজার ৮৮৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৭১ জনের। বাণিজ্যনগরীতে এই মুহূর্তে ৭৮ হাজার ৭৭৫ জন করোনা অ্যাক্টিভ রোগী রয়েছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৫ জন। এরই পাশাপাশি ইন্সটিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ২৯ হাজার ২৪৬ জন।

সংক্রমণের বিদ্যুৎ গতি পুণেতেও। শনিবারের তথ্য অনুযায়ী, পুণেতে একদিনে নতুন করে প্রায় ৪ হাজার মানুষ সংক্রমিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৭৪ জনের। বর্তমানে পুণেতেই ১ লক্ষ ৮ হাজার সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, থানেতে করোনা অ্যাক্টিভ কেস ৮০ হাজারের বেশি। নাগপুরেও ৮০ হাজার ৮৭টি করোনা অ্যাক্টিভ কেস। একইভাবে নাসিকে ৪২ হাজার, আহমেদনগরে ২৪ হাজারের বেশি করোনা অ্যাক্টিভ রোগী রয়েছেন।

করোনা আবহে ফের বন্ধ পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির

ভুবনেশ্বর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের হার ক্রমাগত বেড়ে চলার কারণে ফের বন্ধ হয়ে গেল পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির। শ্রী জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ আপাতত আগামী ১৫ মে পর্যন্ত মন্দিরে দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

যদিও দেবালয়ে আচার অনুষ্ঠান নিয়ম মেনেই পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রথের নির্মাণকার্যের প্রস্তুতিও রীতি মেনেই করা হবে। প্রভুর চন্দন যাত্রা, স্নান যাত্রা ও রথযাত্রায় সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মানা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এবছর রথযাত্রা ১২ জুলাই। ১৫ মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হবে রথযাত্রার প্রস্তুতি। মন্দিরের সেবাইতগণ, পুরী জেলাশাসকর ও পুলিসের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে কৃষণ কুমার জানান, জগন্নাথদেবের পুজা অর্চনা সমস্তরকম কোভিড বিধি মেনেই করা হবে। কোভিড আবহে প্রায় ৯ মাস বন্ধ ছিল পুরীর মন্দির। ২০২০ এর ২৩ ডিসেম্বরে তা দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পেট্রোল যথাক্রমে ৬ দিন এবং ৮ দিনের রয়েছে রাজ্যে। তাছাড়া রান্নার সিলিণ্ডারও যথেষ্ট মজত রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, করোনা পরিস্থিতিতে মে এবং জন মাসে দরিদ্র মানুষদের মাথাপিছু ৫ কেজি খাদ্যশস্য দেবে কেন্দ্র। এর ফলে রাজ্যের ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৮৪ জন মানুষ চাল পাবেন।

শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

বিশুরাই দেববর্মা কাজ করার ফাঁকে দাঁড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসে। জানা গেছে বিদ্যুতের ছোবলে আহত হওয়া রংমিস্ত্রির শ্রমিক বিশুরাই দেববর্মাকে তপন ডাক্তার দ্রুত তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আহত বিশুরাই দেববর্মার শরীরের ৪০ শতাংশ ঝলসে যায়। বর্তমানে আহত বিশুরাই দেববর্মাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে। এদিকে হাতুড়ি ডাক্তার তপন সুযোগ বুঝে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় আহত বিশুরাই দেববর্মাকে ফেলে। যদিও খবর পেয়ে আহত বিশুরাই দেববর্মার আত্মীয় পরিজনরা হাসপাতালে ছুটে আসে।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

শোক প্রকাশ করেছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস তন্ময়ের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছে।

তন্ময় চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমুনিক্যাশন ও জার্নালিজম বিভাগে প্রথম ব্যচের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের একজন এবং এবিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভের চুড়ান্ত পর্যায়ে ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যকৃতের সমস্যায় ভোগ ছিলেন। সম্প্রতি কোভিড -এ আক্রান্ত হন এবং এরপরই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। আপ্রাণ চেষ্টার পরও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তন্ময় শুরু থেকেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস-র প্রথমসারির যুদ্ধা ছিলেন।

ইতিমধ্যে, অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস -র সাধারণ সম্পাদক শানিত দেবরায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব -র সঙ্গে তন্ময়ের বর্তমান চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ভার বহন করার অনুরোধ জানান এবং মুখ্যমন্ত্রী এই দাবির প্রতি সহমত পোষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও দেওয়া হয়। এজন্য অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এপ্রসঙ্গে অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস ত্রিপুরা সরকারকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকদের দ্রুত স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকেও সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। সেই সাথে খুমুলুঙ প্রেসক্লাবের তরফ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়নও শোকা প্রকাশ করেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তন্ময় চক্রবর্তীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি শোক বার্তায় বলেন, তরুণ সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। তাঁর মতো বলিষ্ঠ সাংবাদিকের জীবনাবসান রাজ্যের সাংবাদিকতা জগতের বড় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। প্রভু তাঁর চরণে প্রয়াতর আত্মাকে স্থান দিন। তাঁর পরিবারবর্গকে জানাই গভীর সমবেদনা।

সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক তন্ময় চক্রবর্তীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান। কিছু সময় সেখানে ছিলেন। শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথেও কথা বলেন। তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকরা তন্ময় চক্রবর্তীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক বার্তা দিয়েছেন। তাছাড়া সত্যভাষণ পত্রিকার সম্পাদক নবেন্দু ভট্টাচার্য্য, পিআইবি ত্রিপুরার মিডিয়া ও কমিউনিকেশন অফিসার সুদীপ্ত কর হাসপাতালে গিয়ে প্রয়াত তন্ময় নাথের পরিবার পরিজনদের শোকে সমবেদনা জানান।

প্রসঙ্গত, তন্ময় চক্রবর্তী যে বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সেই হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল রাজ্য সরকার রবিবার রাতেই মিটিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্ল্যান্ট

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে অক্সিজেনের সংকট অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত, দেশে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। প্রতি দিন আক্রান্তের সংখ্যা তার আগের দিনের রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ২ হাজার ৭০০-র বেশি। রবিবার আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ। টানা ৪ দিন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষের বেশি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রবিবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৯১, যা এ যাবৎ সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬০ হাজার ১৭২। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৭৬৭ জনের, যা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। এখনও পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১১ জন মারা গিয়েছেন।

দৈনিক সংক্রমণ এ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় লাফিয়ে বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১১। দেশে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৫১। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সংক্রমণ হার ২০.৩৪ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত দেশে মোট সংক্রমণের হার ৬.১০ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ২৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১০ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ভারতে। যদিও গত তিন দিনে দেশে টিকাকরণের সংখ্যা কমেছে। শুক্রবার দেশে ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৭৬ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছিল। শনিবার তা কিছুটা কমে হয় ২৯ লক্ষ ১ হাজার ৪১২। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৮৫ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ১৪ কোটি ৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৪১৭ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কদমতলা

● প্রথম পাতার পর

দল। ঘরে থাকা তামা, কাঁসা, স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ অর্থ মিলিয়ে প্রায় ৮০-৯০ হাজার টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। সকলেই আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজ ঘরে ও গাড়িতে চোরের সাফাই অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। তারপর কদমতলা থানায় পৃথক পৃথক তিনটি স্থানে চুরির ঘটনার খবর দেওয়া হলে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে লোক দেখানোর নামে ছুটে আসে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। চুরি যাওয়া পরিবারের অভিযোগ,কদমতলা থানার পুলিশ বাবুদের রাতের বেলার টহলদারিতে ওই সকল এলাকায় দেখা যায় না।যদিও রাজ্য সরকার পেট্রোলিং এর জন্য প্রতিটি থানায় মোটরবাইক প্রদান করেছেন কিন্তু সে সকল বাইক পুলিশ বাবুরা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করছেন তা একমাত্র উনারা জানেন বলে গৃহসদের অভিযোগ।তাই স্থানীয় জনগণ কদমতলা থানা এলাকায় রাতের টহলদারি ও পুলিশি নিরাপত্তার জন্য কদমতলা পুলিশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোরালো দাবি তুলেছেন।

তবে একই রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে চোরের এমন দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংঘটিত হওয়ার পর গোটা কদমতলা থানা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং টিএসআর নিয়ে চড়িলামে এসে উৎপেতে বসে দুধ রঙের একটি টি আর ০১ এ এইচ ০৭২০নম্বরের সন্দেহভাজন গাড়িটি আগরতলা থেকে আসার পথে আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কুঁড়ি কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়িটিকেও। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ ২০ বি(১১) সি, ২৫,২৯, ৩২ এনডিপিএস অ্যাক্ট ধারায় মামলা রুজু করে। বিশালগড় থানায় মামলা নম্বর ২৮/২১। মামলার তদন্তকারী অফিসার ধৃতদের নামে ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে রবিবার দুপুরে বিশালগড় মহাকুমা আদালতে সোপর্দ করলে পুলিশের কাছে সিডি তলব করে তাদের একদিনের জেলহাজতের নির্দেশ দেয়। সোমবার ফের তাদের তোলা হবে আদালতে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ তাদের জেরা করে অন্য কোন রহস্যের খোঁজ পায় কিনা।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর জন্য স্বামী কান্দি মগকে দায়ী করছেন। জানাযায় মৃত্যু কালে নাংথুই মগ উনার ৩ বছরের এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। মৃতদেহ আজ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহয়। গৃহবধুর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঠিক কারন খুজতে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে ও দোষীর শাস্তি প্রদানে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

াঙ্গন

রাজস্থান রয়্যালসের কাছেও অসহায় আত্মসমর্পণ নাইট রাইডার্সদের

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : টানা চার ম্যাচ হারল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছেও অসহায় আত্মসমর্পণ করে নিল কেকেআর। শনিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে কেকেআর নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তুলেছিল মাত্র ১৩৩ ।জবাবে ১৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে জয় ছিনিয়ে নিল রাজস্থান রয়্যালস। এদিন ফের একবার কলকাতার কঙ্কালসার ব্যাটিং লাইন-আপের চিত্রটা ফুটে উঠল। টপ থেকে মিডল অর্ডার হয়ে টেল এন্ডার। ব্যাটিং পজিশনের কোথাও যেন কোনও ভারসাম্য নেই। ক্রিজে টিকে থেকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতাই যেন উধাও দলটার। টিমের সর্বোচ্চ স্কোরার রাহুল ত্রিপাঠী। ক্যাপ্টেন অইন মর্গ্যান ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ। একটি রানও করতে পারলেন না তিনি।

১৩৩ তাড়া করতে নেমে রাজস্থানেরও চারজন ব্যাটসম্যানকে ফিরতে হল ডাগআউটে। কিন্তু সহজ টার্গেট তাড়া করতে নেমে তাদের ধুঁকতে হয়নি। তিনে ব্যাট করতে নামা রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ও ছয়ে নামা ডেভিড মিলার জুটি বেঁধে বুদ্ধি করেই সামলে নেন ইনিংস। তাঁদের ব্যাটে ভর করেই রাজস্থান মরসুমের দ্বিতীয় জয় নিশ্চিত করে নেয়। সঞ্জু অপরাজিত থাকেন ৪১ রানে। বাঁ-হাতি প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে করেন ২৪। এক ওভার এক বল বাকি রেখেই জয় ছিনিয়ে নিল রাজস্থান।

ফেরার লড়াই টাইগারের, সঙ্গ দিচ্ছে প্রিয় পোষ্য

গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পরে প্রথম বার দেখা গেল টাইগার উডসকে। প্রাক্তন বিশ্বসেরা গলফার শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ক্রাচের সাহায্যে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে হাসি। ডান পায়ে প্লাস্টার। সঙ্গে প্রিয় সারমেয়।২৩ ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন উডস। তাঁর দু'মাস পরে তাঁকে আবার দেখা গেল। ছবিটি তোলা হয়েছে ফ্লরিডায় তাঁর বাড়িতে অনুশীলন মাঠে। উডস জানিয়েছেন, তাঁর অনুশীলন কেন্দ্রের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। সঙ্গে প্রিয় সারমেয় বন্ধুর সাহচর্যে তিনিও সুস্থ হয়ে উঠছেন।৪৫ বছর বয়সি উডস ৮২টি পিজিএ টুর খেতাব জিতেছেন। যা সর্বকালের নজির। স্যাম স্নিডের সঙ্গে তিনি এই তালিকায় একই স্থানে আছেন। উডস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার আগে তিনি পিঠের অস্ত্রোপচার থেকে সেরে উঠে মাস্টার্সে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যা চলতি মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে তিনি দুর্ঘটনার পরে কত দিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন বা কবে গলফ কোর্সে ফিরতে পারবেন সেব্যাপারে কিছু জানাননি। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, সর্বোচ্চ যে গতিবেগের অনুমতি রয়েছে দুর্ঘটনার সময় উডসের গাড়ি তার দ্বিগুণ বেগে যাচ্ছিল। এর পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়ি উল্টে যায়। কয়েক সপ্তাহ উডসকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়। গত মাসে তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর ডান পায়ের নীচের অংশ এবং গোড়ালিতে চোট সারাতে দীর্ঘ অস্ত্রোপচারও করতে হয়।এর আগে পিঠের চোটের সারাতে বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপচার করতে হয় উডসকে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন ঘটান তিনি ২০১৯ সালে মাস্টার্স জিতে। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ের পরে যা উডসের প্রথম বড় খেতাব। এখন দেখার দুর্ঘটনার পরে তিনি কত দ্রুত ফের গলফ কোর্সে ফিরতে পারেন।

আরসিবি-র বিজয়রথকে থামানোটাই বড় চ্যালেঞ্জ সিএসকে-র কাছে

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়াংখেড়েতে দুই ধুরন্ধর ক্রিকেট অধিনায়কের মস্তিষ্কের লড়াইয়ে রবিবাসরীয় আইপিএল জমে উঠবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। একদিকে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর আর অন্যদিকে চেন্নাই সুপার কিংস দলের মহেন্দ্র সিং ধোনি। এদিন কার্যত বিরাটদের বিজয়রথকে মহেন্দ্র সিং ধোনিরা থামাতে পারেন কিনা এটা বড় প্রশ্ন। টানা চার ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। অন্যদিকে, পরাজয় দিয়ে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করলেও পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে দু নম্বরে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। ধারাবাহিকতার বিচারে কোহলিরা সামান্য এগিয়ে থেকে শুরু করবে। তবে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে অবশ্য চেন্নাই এগিয়ে। তবে টি২০ ক্রিকেটে এগিয়ে থাকা দল সবসময় জেতে না। অনেক অঘটন ঘটে।

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জিতলেই টানা ৫ ম্যাচ জেতার অনন্য নজির গড়বে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর। ২০১৫ সালে রাজস্থান রয়্যালস প্রথম পাঁচ ম্যাচে পাঁচটিতেই জিতেছিল। কোহলিদের সামনে সেই রেকর্ড স্পর্শ করার হাতছানি। পরপর ৪ ম্যাচে জয় পেয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর। দারুণ ছন্দে রয়েছেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। কোহলি, ম্যাক্সওয়েল, ডিভিলিয়ার্সরাও রানের মধ্যে। পাড়িক্কল, কোহলিরা রান পেলেও এই মরশুমে বেঙ্গালুরুকে বদলে দিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ব্যাটিংয়ে পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বোলাররাও ভাল ছন্দে রয়েছেন। চেন্নাইয়ের ব্যাটিং লাইনকেও স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না মহম্মদ সিরাজ, হর্ষাল প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, যুজবেন্দ্র চাহালরা।

আবার চেন্নাইয়ের বোলিং শক্তিকেও অবহেলা করা যাবে না। কোহলিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি দীপক চাহার। পাওয়ার প্লে—র ওভারে আঘাত হানার ব্যাপারে পারদর্শী। এছাড়া সাম কারেন, লুঙ্গি এনগিডি, শার্দুল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা, মইন আলিরা দলকে ভরসা জুগিয়েছেন। আগের ম্যাচে পাওয়ার প্লে—র মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন দীপক চাহাররা। সুতরাং যতই ফর্মে থাকুক, সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে বিরাট কোহলিদের।

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিল মোহনবাগান

সিএবি আয়োজিত প্রথম ডিভিশনের একদিনের ম্যাচে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এদিনের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে তিন উইকেটে পরাজিত করে মোহনবাগান। সেই সঙ্গে এদিন জে সি মুখোপাধ্যায় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হারের মধুর প্রতিশোধ নিল।ফুটবল থেকে ক্রিকেট এই দলের ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। বাঙাল বনাম ঘটির লড়াই আজীবনের। গত টুর্নামেন্টের হারের পর মোহনবাগানের উপর এদিন প্রত্যাশার চাপ ছিল অনেকটাই। সেই চাপ কাটিয়ে নিজেদের মেলে ধরে মোহনবাগান ক্রিকেটাররা। যার ফলস্বরূপ ৩ উইকেটে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে তার সক্ষম হয়।এদিন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মাঠে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল। ইস্টবেঙ্গল এদিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান তোলে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অঙ্কুর পাল ৭২, সৌরভ সিংহ ৫১, এবং ৬৮ রান করেন রণজোত সিং খাইবার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ওপেনিং জুটিতে বিবেক সিংহ ৬৮ রান এবং ৫৫ রানের উপর ভর করে ১২৬ রান যোগ করেন। এই ওপেনিং জুটিই জয়ের ভীত গড়ে দেয়। এরপর মিডিল অর্ডারে মোহনবাগানের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয় সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। এদিন ৪৭ রান করেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তিনটি উইকেট দখল করেন। ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি ভবানীপুর ক্লাব।

বোলারদের কৃতিত্ব দিলেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায় সঞ্জু স্যামসন

দু ম্যাচ পর জয়ে ফিরল রাজস্থান রয়্যালস। কলকাতা নাইট রাইডার্স বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেয়ে বোলারদের কৃতিত্ব দিলেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায় সঞ্জু স্যামসন। ক্রিস মরিস একাই ৪ উইকেট নিয়েছেন। তিনি তো আছেনই। সঞ্জু বাছলেন চেতন সাকারিয়াকেও।এবারের আইপিএল-এ আগাগোড়াই তিনি বোলারদের নিয়ে খুশি। বলেন, "গত চার-পাঁচটা ম্যাচে বোলাররা ভাল বল করেছে। সেটা তরুণরাই হোক, বা অভিজ্ঞ বোলাররা। ফলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বোলারদের ব্যবহার করার একটা সুযোগ রয়েছে আমার কাছে। ওদের নেতৃত্ব দিতে পারাটা আমি দারুণ উপভোগ করছি।"

ম্যাচের সেরা ক্রিস মরিসকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত স্যামসন। তিনি বলেন, "ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে লড়াই কতটা উপভোগ করে। সবসময় বিপক্ষের বড় ব্যাটসম্যানদের আউট করার জন্য ছটফট করতে থাকে।প্রায় প্রতি ম্যাচেই শুরুতে ভাল বল করছেন সাকারিয়া। তাঁকে দলে পেয়ে রয়্যালসের কতটা সুবিধে হচ্ছে, সঞ্জুর কথাতেই পরিষ্কার। বলেন, "ও একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। সারাক্ষণ হাসি-খুশি। ঠান্ডা মাথার ছেলে। মাঠের ভেতরে, বাইরে একই মানুষ। আশা করি ভবিষ্যতে আরও ম্যাচ জেতাবে।''অধিনায়কত্বের পাশাপাশি নিজের ব্যাটিংও উপভোগ করছেন বলে জানিয়ে দেন রয়্যালস অধিনায়ক। তবে নাইটদের বিরুদ্ধে তাঁকে পরিচিত আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায়নি। তা নিয়ে সঞ্জু বলেন, "আমি আমার ব্যাটিং উপভোগ করছি। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করছি।

আর দলকে ম্যাচ জেতানোর চেষ্টা করছি। আজ পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে ওই ভাবেই খেলতে হত। গত কয়েকটা বছরে এটাই শিখেছি। ঝড়ের বেগে একটা পঞ্চাশ রানের ইনিংস খেললাম, আর দল হেরে গেল- সেটার তো কেনও মানে হয় না।

১৯ তম ম্যাচে মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু

আইপিএলের চতুর্দশ সংস্করণের ১৯ তম ম্যাচে মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। যে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে টগবগ করে। অধিনায়ক মিস্টার আগ্রেসিভ বনাম ক্যাপ্টেন কুল। ভারতের বর্তমান এবং প্রাক্তন অধিনায়কের মর্যাদার দ্বৈরথ আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এই ম্যাচে। চলতি মরশুমে ৪টি ম্যাচের সবকটিতেই জিতেছে বিরাটের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। এই মুহূর্তে তারা পয়েন্ট টেবিলের মগডালে রয়েছে। অপরদিকে ধোনির চেন্নাই কিংস জিতেছে ৪টি ম্যাচের তিনটিতে। আজকের ম্যাচে জিতলেই তারা শীর্ষস্থান ছিনিয়ে নেবে আরসিবির কাছ থেকে। তবে আরসিবি জিতলে শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করে নেবে তারা।তবে ধোনির চেন্নাইয়ের কাছে এই ম্যাচে জয় মোটেও সহজ হবে না। গত চারটি ম্যাচে দূরন্ত পারফরম্যান্স মেলে ধরেছে বিরাটবাহিনী। গত ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে তারা। বলা চলে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছে বিরাটবাহিনী। অন্যান্য মরশুমের মতো নয়। এবার অন্য ছন্দে ধরা দিয়েছে বিরাটের আরসিবি। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের দলে অন্তর্ভুক্তি ব্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়িয়েছে। মিডিল অর্ডার শক্তিশালী হওয়ায় খোলা মনে ব্যাট করতে পারছেন কোহলি, ডি-ভিলিয়ার্সরা। বোলিংয়ে যথারীতি ভরসা জোগাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, যুজবেন্দ্র চাহাল ও হার্শাল প্যাটেল।অপরদিকে জয়ের জন্য মরিয়া থাকবে চেন্নাই সুপার কিংস। প্রথম ম্যাচে হারের পর দূরন্ত কামব্যাক করেছে ধোনিরা। পরপর তিন ম্যাচ জিতে এই মুহূর্তে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। কলকাতার বিরুদ্ধে ওপেনিংয়ে ঋতুরাজের উপর ভরসা রেখেছিল চেন্নাই। যার মর্যাদা দিয়েছে ঋতুরাজ গায়কোয়ার। এছাড়াও ছন্দে রয়েছেন ফাফ ডু প্লেসি। যা চেন্নাইয়ের ব্যাটিংয়ের ভীত তৈরি করে দিচ্ছেন। পাশাপাশি রয়েছেন মঈন আলী, সুরেশ রায়না, রবীন্দ্র জাদেজা, ধোনির মতো ম্যাচ উইনিং তারকারা। যারা যেকোন সময় ম্যাচের রং পাল্টে দিতে পারেন। তবে ছন্দে নেই ক্যাপ্টেন কুল। বোলিংয়ে দীপক চাহার, লুঙ্গি এনগিরি, জাদেজা, মঈন আলী রয়েছেন।

৯ বারের জন্য বুন্দেসলিগা খেতাব জয় কার্যত হাতছাড়া হল বায়ার্ন মিউনিখের

মেইনজের কাছে হেরে টানা ৯ বারের জন্য বুন্দেসলিগা খেতাব জয় কার্যত হাতছাড়া হল বায়ার্ন মিউনিখের। এই অবস্থায় একমাত্র লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা আরবি লেইপজিগ আজ ঘরের মাঠে স্টুটগার্টের কাছে হেরে গেলে খেতাব জিততে পারেন ডেভিড মুলাররা। কিন্তু সেই সম্ভাবনা যে ক্ষীণ, তা ধরেই নিয়েছেন বায়ার্ন কোচ হানসি ফ্লিক।শনিবার বুন্দেসলিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মেইনজের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল। খেতাব নির্ধারক এই ম্যাচে প্রথম থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে আট বারের টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নরা। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের গোলমুখে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকে রবার্ট লেভানডস্কি শিবির। কিন্তু খেলার গতির বিপরীতে হেঁটে ৩ মিনিটে মেইনজের হয়ে প্রথম গোল করেন জোনাথান বুরকার্ডট। ৩৭ মিনিটে রবিন কোয়েইসনের গোলে বায়ার্নের থেকে ব্যবধান বাড়ায় মেইনজ। দুই গোলে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে বায়ার্ন।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে খেলায় ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায় বায়ার্ন। বলের দখল এবং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিজেদের দিকে নিয়েও কাঙ্খিত কাজটা করতে গিয়ে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয় আট বারের বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়নরা। বেশ কয়েকবার গোলের খুব কাছে পৌঁছেও ফিরে আসতে হয় বায়ার্নকে। ম্যাচের একদম শেষ লগ্নে চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা রবার্ট লেভানডস্কির গোলে ব্যবধান কমলেও হার নিয়েই ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয় জার্মান জায়ান্টকে।৩১ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে বুন্দেসলিগা তালিকার শীর্ষ স্থানে থাকলেও খেতাব জিততে পারছে না বায়ার্ন মিউনিখ। উল্টে আজ ঘরের মাঠে স্টুটগার্টের বিরুদ্ধে জয় হাসিল করতে পারলেই তাদের চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করা হবে। ৩১ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে উলফসবার্গ। ৩১ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে এইন্টহাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। তালিকার পঞ্চম স্থানে থাকা বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড ৩১ ম্যাচ খেলে ৫৫ পয়েন্টে অবস্থান করছেন।

অনুরাগীদের এমন মন খারাপেরই বার্তা দিলেন মিতালি রাজ

তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের স্তম্ভ। তাঁর নেতৃত্বে একাধিকবার সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছে ভারত। এবার তাঁর সরে দাঁড়ানোর পালা। অনুরাগীদের এমন মন খারাপেরই বার্তা দিলেন মিতালি রাজ। জানিয়ে দিলেন, ২০২২ বিশ্বকাপেই শেষবারের মতো দেশের জার্সি গায়ে দেখা যাবে তাঁকে।সম্প্রতি একটি বইয়ের উদ্বোধনে এসে ভারতীয় মহিলা ওয়ানডে দলের নেত্রী বলে দেন, আগামী বছর বিশ্বকাপই তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চ হতে চলেছে। তারপরই ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন। ১৬ বছর বয়সে দেশের হয়ে অভিষেক ঘটানো দেশের সফলতম মহিলা ক্রিকেটার বলেন, "গত ২১ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছি।

এবার বুঝতে পারছি ২০২২ সালই কেরিয়ারের শেষ রচনাটা তৈরি হবে। সেটা হল বিশ্বকাপ। আর শেষ বছরটা আমার কাছে বাকি ২০ বছরের সমান।" এরপরই যোগ করেন, "বর্তমানে সবাই অত্যন্ত সংকটের মধ্যে রয়েছি। কিন্তু এর মধ্যেও নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিনই একটু একটু করে বয়স বাড়ছে। তাই ফিটনেসের প্রয়োজনীয়তাটা বুঝি। বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি ট্যুর নেই। তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত থাকাটা জরুরি।" ১৯৯৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে প্রথমবার ব্যাট ধরেছিলেন মিতালি। প্রথম ম্যাচেই ১১৪ রানে অপরাজিত ছিলেন। তারপর একে একে চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে নানা কৃতিত্বের মালকিন হয়েছেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ১০ হাজার রানও তাঁর ঝুলিতে। তবে শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই নয়, দলকে নেতৃত্ব দিয়েও পেয়েছেন সাফল্য।

২০০৫ এবং ২০১২ সালে মিতালির অধিনায়কত্বেই বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছয় ভারতীয় প্রমিলাবাহিনী। যদিও প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডের কাছে হেরে ট্রফি হাতছাড়া করে দল। কেরিয়ারের সায়াহ্নে তাই আরও একবার নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান তিনি। তাই বিশ্বকাপকেই পাখির চোখ করছেন মিতালি। প্রসঙ্গত, চলতি বছর টুর্নামেন্টটি হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির জন্য তা আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলে আয়োজিত হবে নিউজিল্যান্ডে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় ভক্তদের বিশেষ পূজার্চনা। ছবি নিজস্ব।

মধুপুর হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। মধুপুর হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় কমলাসাগরবাসী। দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণের দিন গুনতে শুরু করেছে এলাকাবাসী কমলাসাগর বিধানসভা একমাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। যদিও দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে এসেছিল এলাকার জনগণ হাসপাতালটি সিএসসি তে পরিণত করতে। এই হাসপাতালটি দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামো নিয়ে এলাকার মধ্যে খুব সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে পানীয় জলের সমস্যা নেই জেনারেটরের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ না থাকাকালীন অবস্থায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হতো। কমলাসাগর বিধানসভা সব কয়টি পঞ্চায়েত মধুপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া রোগীর শয্যা সংখ্যা ছিল খুবই কম। কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ হতে চলেছে মধুপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তাতে গড়ে উঠেছে দ্বিতল পাকা বাড়ি এবং ২০টি শয্যা সংখ্যা বিশিষ্ট উন্নত পরিকাঠামো। যার নির্মাণ ব্যয় ৭ কোটি টাকা খুব দ্রুতই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে চলেছে। যা পরিদর্শন করতে গিয়েছেন সিপাহী জলা জেলা পরিষদের সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি আরো জানান খুব দ্রুতই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে উন্নত পরিষেবা পেতে চলেছে কমলাসাগরবাসী। যা এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বেঙ্গালুরুতে করোনা আক্রান্ত ১৭ হাজারের বেশি মানুষ

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় কর্ণাটকে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নতুন করে নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৭ হাজারের বেশি মানুষই রাজধানী বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। এর আগে, এক দিনে এত সংখ্যক মানুষের সংক্রমিত হওয়ার নজির নেই ওই শহরে। করোনা সংক্রমণের চেইন ভাঙতে বিভিন্ন মহল থেকে লকডাউনের সুপারিশ আসছে। তার মধ্যেই দৈনিক করোনা সংক্রমণে নতুন নজির গড়ল কর্নাটক।

সংক্রমণ লাগাতার বেড়ে চলায় এর আগে রাজ্য সরকারকে কড়া বিধিনিষেধের পাশাপাশি দু'সপ্তাহের জন্য লকডাউন করার পরামর্শ দিয়েছিল কোভিড সংক্রান্ত প্রযুক্তি উপদেষ্টা কমিটি (কর্নাটক টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটি অন কোভিড)। হাসপাতালগুলিতে শয্যার সংখ্যা বাড়ানোরও পরামর্শ দিয়েছে তারা। বৃহৎ বেঙ্গালুরু মহানগর পালিকার তরফে বিশেষ 'কোভিড ওয়ার রুম' চালু করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও যে সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ৫০ শতাংশ শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য সংরক্ষণ করেনি, তাদের নোটিসও পাঠানো হয়েছে।

অন্যান্য রাজ্যের মতো কর্নাটকেও অক্সিজেনের ঘাটতি নিয়ে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাম্প্রতিক ভার্চুয়াল কনফারেন্সে সে কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। আপাতত ১৫০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন এবং ভাইরাল প্রতিরোধী রেমডেসিভির-এর ২ লক্ষ ভায়াল প্রয়োজন বলে মোদীকে জানান তিনি। আপাতত রাত্রিকালীন কার্ফু চলছে সেখানে। সপ্তাহান্তেও কার্ফু চালু করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়া বাকি সমস্ত দোকানম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ-র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : আজ মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন তিনি টুইটে লেখেন, ভগবান মহাবীরের শিক্ষায় এবং তাঁর দেখানো পথেই আগামী দিনে চলতে হবে। এদিন তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষদের পাশাপাশি গোটা দেশবাসীকে মহাবীর জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে, ভগবান মহাবীরের মানবতার পথ 'অহিংসা পরম ধর্ম' এবং 'বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও' এই দুইয়ের শিক্ষায় আগামীদিনে কোভিদ-১৯কে পরাস্ত করতে পারব বলে তিনি টুইট করে জানিয়েছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন তিনিও টুইট করে মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি টুইটে লিখেছেন, ভগবান মহাবীরের অহিংসা ও আত্মত্যাগ-র পথ আমাদের নতুন করে শিক্ষা দেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় নীতিন গডগড়িও এদিন মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিশেষ সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন চালু করল পশ্চিম রেলওয়ে

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে এবং যাত্রীদের দাবি মেনে পশ্চিম রেলওয়ে বান্দ্রা রেল টার্মিনাস থেকে দানাপুর এবং দানাপুর থেকে ভদোদরা স্টেশন পর্যন্ত এক বিশেষ সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনে কেবলমাত্র সংরক্ষিত যাত্রীরাই যাত্রা করতে পারবেন। পশ্চিম রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সুমিত ঠাকুর জানিয়েছেন, ট্রেন নম্বর ০৯১৮১ বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে দানাপুর সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেনটি মঙ্গলবার আগামী ২৭ এপ্রিল রাত্রি ১১:৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং বৃহস্পতিবার দুপুর ১৪:২০ মিনিটে দানাপুর পৌঁছাবে। আবার ওই ট্রেন ০৯১৮২ দানাপুর থেকে ভদোদরার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ট্রেনটি ২৯ এপ্রিল দানাপুর থেকে সন্ধ্যে ১৮:২০ মিনিটে যাত্রা করবে এবং শনিবার রাত্রি ২:৩০ মিনিটে ভদোদরা পৌঁছবে।

ভোটের আগে তৃণমূল-সিপিএম সংঘর্ষে উত্তপ্ত ডোমকল, জখম ৫ জন

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : রাত পোহালেই ভোট মুর্শিদাবাদে। তার আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের ডোমকল। তৃণমূল-সিপিএম সংঘর্ষে জখম দুপক্ষের মোট ৫ জন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ডোমকলের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটপ্রচারে বেরিয়েছিল সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা। অভিযোগ, সেখানেই তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে তাঁরা। ক্রমেই তা হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে বাঁশ, লাঠি নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। গুরুতর জখম হন মোট ৫ জন। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের সামনেও চলে মারধর। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে পুলিশ।

আগামীকাল সোমবার সপ্তম দফায় ওই এলাকায় ভোট, তার আগে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। নতুন করে যাতে এলাকায় উত্তেজনা না ছড়ায় সেই কারণে মোতায়েন করা হয়েছে বাহিনী। জানা যাচ্ছে, আহতদের মধ্যে ২ সিপিএম কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ভরতি করা হয়েছে বহরমপুর হাসপাতালে।

উল্লেখ্য, ভোটের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল, কোথাও বিজেপি কোথাও আবার সিপিএম। ঝড়ছে রক্ত। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। লাগাতার এহেন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে কমিশনের ভূমিকা।

সোমবার সপ্তম দফায় ৫ জেলার ভোটগ্রহণ হবে। মোট ভোটদাতা ৮৬,৭৮,২২১। প্রার্থী রয়েছেন ২৮৪ জন। এই দফায় দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ কলকাতার মোট ৩৪ টি কেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকছে মোট ৭৯৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। যার মধ্যে শুধু বুথের নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবে ৬৫৩ কোম্পানি আধাসেনা। এই দফায় ভোট নেওয়া হচ্ছে সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি, বারাবনি, কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর, হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, ফরাক্কা বিধানসভা আসনে। আসানসোল দুর্গাপুর কেন্দ্রে মোতায়েন করা হবে ১৫৪ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০৮ কোম্পানি, জঙ্গিপুর পিডিতে ১০২ কোম্পানি, দক্ষিণ কলকাতায় ৬৩ কোম্পানি, মালদহে ১২২ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে ১০২ কোম্পানি, রায়গঞ্জ পিডিতে ২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রাজ্যে অক্সিজেন এবং করোনার ওষুধের ঘাটতি নেই, রাজ্যবাসীকে বার্তা যোগী আদিত্যনাথ-র

লখনউ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনার সংক্রমণে অক্সিজেনের অভাবে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে বহু করোনা সংক্রমিত রোগী। আর এই অবস্থায় রাজ্যে অক্সিজেন এবং করোনার ওষুধ রেমডেসিভিরের ঘাটতি নেই বলে সাফ জানিয়ে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

রবিবার একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তিনি জানান, দেশের কোনও কোনও রাজ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলেও তাঁর রাজ্যে অক্সিজেনের কোনও অভাব নেই। এমনকি রয়েছে প্রয়োজনীয় রিমদেসিভির। তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি কোনও হাসপাতালেই অক্সিজেনের ঘাটতি সংক্রান্ত সমস্যা নেই। তবে সমস্যা হল কালোবাজারি নিয়ে। কড়া ভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে।" অন্যদিকে তিনি আরও জানান, অক্সিজেনের লাইভ ট্রাক করতে খুব শীঘ্রই তিনি আইআইটি কানপুর, আইআইএম লখনউ, আইআইটি বিএইচইউ-এর সঙ্গে অডিট করবেন।

বন্ধু মানে ভালবাসা'র উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষকরারজন্য বন্ধু মানে ভালোভাসা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে মাস্ক বিতরন করাহয়। বন্ধুমানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী পালক করেথাকে। এরইমধ্যে এই মহামারির মধ্যে লোকজনদের সচেতন করতে ও করোনা ভাইরাসের প্রভাব থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে এই সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে জোলাইবাড়ী রেল ষ্টেশনে ও বিভিন্ন বাজারে লোকজনদের মধ্যে মাস্ক বিতরন করাহয়। আজকে দেখাগেলো জোলাইবাড়ী রেলষ্টেষনে ব্যাপক হারে লোকসমাগম ঘটে এর মধ্যে অধিকাংশ লোকজনদের মুখে মাস্কছিলোনা। যে সকল লোকজনেরা মাস্ক পরিধান করেননি তাদেরকে সচেতন করে মাস্ক বিতরন করলো বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার সদস্যরা। এই সংস্থার সদস্য তমাল বৈদ্য সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানান উনাদের সংস্থা প্রতিনিয়ত লোকজনদের সাহাযার্থে কাজ করেথাকে। এইমহামারির মধ্যেও উনারা লোকজনদের পাশে দারানোর পতিশ্রুতি দেন। যারফলে আজকে এই সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে লোকজনদের সচেতন করার প্রয়াস চালানোহচ্ছে।

আগরতলায় জনগণকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

গরমে নাজেহাল জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। গরমের সুস্বাদু ফল গুলির মধ্যে অন্যতম হল ডাব ও লিচু। ইতিমধ্যে বাজারে এসে গেছে ডাব, কিন্তু এখনো নিচু সেই ভাবে আসেনি। গরমে আখের রসের চাহিদাও যথেষ্ট ভালো রয়েছে। করোনার প্রকোপ চলছে। তারপরও মানুষ তার প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু প্রখর রৌদ্রের তাপে মানুষ গ্রমে এক প্রকার হাঁসফাঁস করছে। ফলে এই গরমে মানুষ সবেচেয়ে বেশি পছন্দ করছে কচি ডাবের জল।

আর তাই দাব বিক্রেতারাও ডাব নিয়ে হাজির। রাজধানী আগরতলা শহরে সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরায় এই চিত্র ফুটে উঠলো। প্রচণ্ড গরম থেকে কিছুটা স্বস্তির জন্য কচিকাঁচারা আগের মত মনের আনন্দে নদীতে স্নান করছে। অন্যদিকে যারাই রাস্তায় বেরিয়েছে, এই গরমের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা ভিজাচ্ছে আখের রস কিংবা ডাবের জল খেয়ে। সাইজ অনুসারে বিভিন্ন দামে বিক্রয় হচ্ছে এক একটি ডাব। ৪০ টাকা থেকে ৮০ টাকা বিভিন্ন দামে বিক্রয় হচ্ছে ডাব। এক ডাব বিক্রেতা জানান যোগানের চেয়ে ডাবের চাহিদা বেশি। আগের মতো ডাব পাওয়া যায়না। ফলে একটি ডাব বিক্রয় করে তাদের ৩ থেকে ৪ টাকা লাভ হয়।

মৃত্যু হল আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। মৃত্যু হল আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের। মৃত নাম স্নেহ কুমার চাকমা। বাড়ি ধলাই জেলার গন্ডা ছড়ায়। শনিবার রাত ১১ টা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চাকরিচ্যুত শিক্ষক স্নেহ কুমার চাকমা। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন পরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। টাকা পয়সার অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে পরিবারের লোকজন তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।চাকরিচ্যুত শিক্ষক স্নেহ কুমার চাকমার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তারেকের চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেত্রী পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন এখনো পর্যন্ত ৯৩ জন চাকরীচ্যুত শিক্ষক মারা গেছেন।প্রত্যেকেই আর্থিক অনটনে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যান বলে জানান তিনি। চাকরীচ্যুত সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করেন রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অভাব-অনটনে চাকরিচ্যুত শিক্ষক ও তাদের পরিবার পরিজনদের অসহায় হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই।অবিলম্বে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বিনম্র ভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে পারছেন না বলে জানান।এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের পাশে না দাঁড়ালে তাদের পরিবার আরো অসহায় হয়ে পড়বে বলে তারা উল্লেখ করেছেন। সরকারকে এ বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নন্দননগরে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। নন্দন নগর এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নন্দন নগর এলাকায় রাস্তার পাশে এক ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে দমকল বাহিনীর কাছে খবর আসে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা সেখানে ছুটে যায়। অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তারা জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখনো পর্যন্ত ওই ব্যক্তির নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায়নি। কিভাবে রাস্তার পাশে ওই ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে কোন গাড়ি বা বাইক তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে গিয়েছে।

করোনা ঃ জমছে না হালহালি বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। করোনা আবহে চরম উদাসীনতা দেখা দিয়েছে কমলপুর বানিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হালহালি বাজারে।কমলপুরের অন্যতম বড় সাপ্তাহিক হাট হল হালহালি বাজার। প্রতি রবিবারে গোটা ধলাই জেলা তো বটেই রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে ক্রেতা বিক্রেতা ভিড় করেন হালহালি পাইকারি বাজারে। সমান তালে চলে খুচরো বাজার। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন জবুথবু দেশ তখন চরম উদাসীনতা ও বিপজ্জনক উন্নাসিকতা দেখা গেল ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে। ৮০ শতাংশের উপরে বিক্রেতা ও ক্রেতাদের নেই মাস্ক। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নেই কোন বালাই। দিব্যি ভিড় জমিয়ে শরীরে শরীর ঠেকিয়ে চলছে কেনাকাটা। কিন্তু কেন এই উন্নাসিকতা? কেন এই ভয়াবহতা? এর থেকে উত্তরণের উপায় ই বা কি? কিভাবে রোধ করা যাবে এই আত্মঘাতী প্রবণতা? এ বিষয়ে বাজার কমিটির সম্পাদক তথা ব্যবসায়ী নারায়ণ রায় জানালেন-পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এদিকে,এই অবস্থায় কমলপুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে স্থানীয় যুবকরা মাস্ক বিতরণে উদ্যোগী হয়। মাস্কহীন মানুষদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন যুব মোর্চা। এ বিষয়ে তারা সাধারণ মানুষের উদ্দ্যেশ্যে আবেদন করেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা যেন বাজারে কেনাবেচা করেন। বাজারের অবস্থা দেখে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিজেপি কমলপুর মন্ডল সভাপতি তথা আইনজীবি শ্যামল কান্তি পাল। তিনি বলেন-

করোনা পরিস্থিতিতে সকলের সচেতন না থাকলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানান তিনি।এ ব্যাপারে প্রশাসনের টিকির নাগাল পাওয়া গেল না কোথাও। গোটা বাজার জুড়ে করোনা বিধি মারাত্মকভাবে উল্লঙ্ঘিত হলেও প্রশাসন কিন্তু কুম্ভনিদ্রায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।